আদ দাওলাহ আল ইসলামিয়াহ

তাওহীদের সুনির্দিষ্ট বিষয়

ফতওয়া ও গবেষণা পরিষদ

প্রথম মুদ্রণ

১৪৩৬ হিঃ

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের রব আল্লাহ র জন্য। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবাদের প্রতি; এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইহসানের সাথে যারা তাদের অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। অতঃপর,

নিশ্চয়ই দ্বীনের মূল ভিত্তি ও খুঁটি হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং ত্বগুতকে অস্বীকার করা। আর কোন মানুষ দ্বীনের মূল বিষয়াবলী জানা ও মানা ব্যতীত সুশৃংখলভাবে ইসলামের পথে চলতে পারে না, এবং ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে না এবং তার প্রজ্ঞা হতে উপকৃত হতে পারে না।

আর তাওহীদ হল দ্বীনের মূল ও তার মজ্জা এবং দ্বীনের এমন ভিত্তি যার ওপর সমস্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কোন ঈমান পরিশুদ্ধ হবে না -এর বিপরীত জিনিস পরিত্যাগ ব্যতীত।

আর তাওহীদ মুসলিমদের গৌরবের মূল শক্তি ও ঐক্যবদ্ধতার মূল উৎস। যার মাধ্যমে আল্লাহর সাহচার্য, সান্নিধ্য এবং উত্তম সাহায্য অর্জিত হয়; এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রতিরোধ, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সাহায্যের মাধ্যমে মুসলিমরা সম্মানিত হয়।

কুফ্ফার ও মুনাফিকরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে দ্বীনের নিদর্শনকে মুছে ফেলতে ও তার সঠিক আকিদা বিশ্বাসকে বিকৃত করতে, যেন মুসলিমরা তাদের ঐক্য ও শক্তির কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে সরে যায়।

সেই সাথে তারা দ্বীনকে বিকৃত করতে ও মুসলিমদের পাশ্চাত্য মুখী করার মিশনে তাদের ত্বগুতি এজেন্টদের নিয়োগ করছে।

তারা সত্যবাদী আলেমদের বিতাড়িত ও কারারুদ্ধ করার মাধ্যমে সত্যের কণ্ঠকে রূদ্ধ করার জন্য তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিয়োগ করছে। এছাড়া তারা মুনাফিক ও বিভ্রান্ত আলেমদের গোমরাহীতে, আক্বিদাহ্ ও কর্মপদ্ধতিগত বিকৃতি বিস্তারে সহযোগিতা করছে। এমনকি এতে সত্যের নিদর্শনটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে। অতঃপর, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহর জন্য এমন একজনকে নিয়োজিত করলেন যিনি তাদের দ্বীনকে সংস্কার করলেন এবং তাদের আক্বিদাহ্ কে পুনরুজ্জীবিত করলেন। ফলে তাঁরা সত্যকে উন্মোচিত করল, জিহাদের ঝান্ডাকে উড্ডীন করল এবং কুফফার ও মুর্তাদের সাথে লড়াই করল এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাদের খিলাফতে ইসলামিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা দান করলেন, যা আল্লাহর বিধান দিয়ে পরিচালনা করছে এবং লুপ্ত তাওহীদের চিহ্নগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করছে।

আর আল-হামদুলিল্লাহ্ বর্তমানে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে এই বরকতময় সুখি খিলাফতের ছায়ায় জীবনযাপন করছি। তাঁর (আল্লাহর) চিরঞ্জীব ও স্থায়ীত্বের কামনায় আমরা যেন সত্যকে প্রস্ফুটিত করতে পারি এবং তাঁর দিকে আহ্বান করতে পারি, যেন সত্যপন্থী একত্ববাদী নতুন প্রজন্মের উন্মেষ ঘটে, যাদের হাতে আল্লাহ এই উম্মাহর সম্মান গৌরব ফিরিয়ে আনেন।

আর এটা দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সংকলন যা শর'য়ী সেনাবাহিনীর জন্য প্রস্তুত করেছি। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন -এর দ্বারা আমাদের ও আমাদের সকল মুসলিম ভাইদের এবং খাস করে সকল মুজাহিদদের উপকার সাধন করেন।

আহ্‌লুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্‌’র নিকট ঈমান

আহ্‌লুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহঃ তারা ওইসকল লোক যারা রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন হুবহু তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর তাঁরা রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী। আর তাঁরা হলেন- সাহাবা, তাবেয়ী, সুপথপ্রাপ্ত ইমামগণ ও তাঁদের অনুসারী; এবং যারা যে কোন স্থান ও সময়ে উত্থাপিত বা আগত বিদআত থেকে দূরে ও সুন্নাহর অনুসরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত অবস্থায় অবশিষ্ট থাকবে।

রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সুন্নাহ ও তাঁর জামাআহ্‌’র দিকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, কথায়-কাজে ও বিশ্বাসে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাদের এই নামে নামকরণ করা হয়েছে।

ঈমানের শাব্দিক অর্থঃ সত্যায়ন করা ও স্বীকৃতি দেয়া।

পারিভাষিক অর্থঃ জিহ্বায় স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস ও অঙ্গ প্রতঙ্গের বাস্তবায়নকে ঈমান বলে। এটা বাড়ে ও কমে।

ইমাম আজরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “অন্তরের সত্যায়ন, মুখে স্বীকৃতি ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা কাজে বাস্তবায়নকে ঈমান বলে। এ তিনটি গুণের সমন্বয় ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারবে না।”

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “আমাদের সালাফদের মধ্যে যারা আমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন, তাঁরা ঈমান এবং আমলের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। আমল ঈমানের অংশ এবং ঈমান আমলের অংশ। সুতরাং যে মুখে ঈমান আনবে, অন্তর দ্বারা উপলদ্ধি করবে এবং আমলের মাধ্যমে সত্যায়ন করবে তাই-ই হবে তাঁর জন্য মজবুত হাতল, যা কখনো ছিড়বার মত নয়। আর যে মুখে বলল কিন্তু অন্তর দ্বারা উপলদ্ধি করল না এবং কাজের মাধ্যমে সত্যায়ন করল না, সে কিয়ামতের দ্বীন ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।” (কিতাবুল ঈমান, পৃঃ ২৫০)

প্রথম ওয়াজিব (আবশ্যকীয়) বিষয়

জেনে রাখো, আল্লাহ তোমার ওপর অনুগ্রহ করুন, নিশ্চয়ই বান্দার ওপর প্রথম ফরয বা আবশ্যক যা সে জানবে এবং যার ওপর আমল করবে; আর তা হলো ত্বগুতকে অস্বীকার করা এবং এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করা। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"অতঃপর যে ত্বগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, সে এমন মজবুত হাতল বা রজ্জু ধারণ করবে যা কখনো ছিড়বার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (আল-বাকারাঃ ২৫৬)

এখানে ত্বগুতকে অস্বীকার করাকে প্রথমে নিয়ে আসা হয়েছে, কেননা শিরক অপবিত্র। যখন অন্তর -এর সাথে মিলিত বা মিশ্রিত হয়, তখন অন্তরকে তার স্বভাবজাত দ্বীন ও পবিত্রতা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। আর তাওহীদ সর্বোচ্চ পবিত্র; সুতরাং অন্তরের মধ্যে শিরকে আকবারের সাথে তাওহীদ একত্রিত হওয়া কখনো সম্ভব নয়। তাই অবশ্যই অন্তরকে শিরকের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ হতে হবে, তারপর তা তাওহীদের পবিত্রতায় ভরপুর হবে। অতএব, যখন ত্বগুতকে অস্বীকার করবে এবং তা হতে মুক্ত হবে, তখনি কেবল তাওহীদকে গ্রহণের জন্য উপযুক্ত হবে।

* কুফর বিত ত্বগুতঃ

এই আক্বিদাহ্ পোষণ করা যে গাইরুল্লাহ্র ইবাদাত বাতিল আর তা পরিত্যাগ করা, তার সাথে ক্রোধপোষণ করা এবং তার ধারক বাহকদের অস্বীকার করা ও তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "বাতিল ইলাহদের সাথে চরম ঘৃণা, শত্রুতা ব্যতীত কখনো ঈমান পূর্ণ হবে না (এবং তাদের ধারক বাহকদের সাথে ক্রোধ, শত্রুতা ও যুদ্ধ ব্যতীত) আর এ কারণেই আল্লাহ সকল রসূলদের প্রেরণ করেছেন, সকল আসমানী গ্রন্থ্ নাযিল করেছেন এবং এই শিরক প্রেমীদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং জান্নাত তৈরি করেছেন তাদের জন্য, যারা আল্লাহর জন্য এই শিরক ও শিরক পন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং শত্রুতা পোষণ করবে।" (আর রূহ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৪)

ত্বগুতের অর্থ ও প্রকার সমূহঃ

ত্বগুত আরবী শব্দ الطاغُوت যা فَعوت এর ওযনে ব্যবহৃত হয়। যা الطاغيان তথা সীমালঙ্ঘন মূল ধাতু হতে উৎপন্ন। বলা হয় طَغَىٰ 'ত্বগঅ' অর্থ যে সীমালঙ্ঘন করেছে, অর্থাৎ যখন কেউ তার সীমা অতিক্রম করে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "ত্বগুত ওই সকল অনুসরণীয়, অনুকরণীয় ইলাহ, যারা তাদের দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে (রবের আসনে বসে)।"

সুতরাং ত্বগুত ওই সকল কওম বা লোক, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বাদ দিয়ে যাদের নিকট বিচার চাওয়া হয় অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করা হয়, আল্লাহর পথনির্দেশ ব্যতীত যাদের অনুসরণ করা হয় কিংবা এমন বিষয়ে তাদের অনুসরণ করা হয় যে বিষয় তারা জানে না যে, তা শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের জন্যই নির্ধারিত।

সুতরাং যখন তুমি বিশ্বের এ সকল ত্বগুতের দিকে লক্ষ করবে এবং তাদের সাথে সংশিণ্ঢষ্ট মানুষদের প্রতি লক্ষ করবে, তখন দেখবে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর আনুগত্য থেকে ত্বগুতের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিচার ব্যবস্থা থেকে ত্বগুতি বিচার ব্যবস্থার দিকে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে ত্বগুত ও তার অনুসারীদের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। (এলামুল মুকিঈন **১**ম খন্ড, পৃঃ ৫০)

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ত্বগুত অনেক প্রকার কিন্তু তাদের মধ্যে বড় তাগুত পাঁচ প্রকারঃ

প্রথমঃ গায়রুল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহবানকারী শয়তান।

দলীলঃ আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নেই নি? যে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করবে না; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (ইয়াসিনঃ ৬০)

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী পাপাচারী শাসক।

দলীলঃ আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا

"তুমি কি লক্ষ করো নি, যারা দাবি করে তারা ঈমান এনেছে, তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে অথচ তারা ত্বগুতের নিকট বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারা যেন তাদেরকে অস্বীকার করে। আর শয়তান তাদের সুদূর বিভ্রান্তিতে নিপাতিত করতে চায়।" (আন-নিসাঃ ৬০)

তৃতীয়তঃ যে, আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা বিচার করে।

দলীলঃ আল্লাহ বলেন, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আর যারা আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার করে না তারাই কাফির।"

(আল-মায়িদাঃ ৪৪)

চতুর্থতঃ আল্লাহ ব্যতীত, যে অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে।

দলীলঃ আল্লাহ বলেন,

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

"অদৃশ্যের জ্ঞানী, তিনি তাঁর অদৃশ্যের খবর কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর রসূলদের মধ্যে যাকে মনোনীত করেন, আর তার সামনে পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন।" (জ্বীনঃ ২৬-২৭)

পঞ্চমতঃ আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদাত করা হয় এবং যে তার ইবাদাত করায় সন্তোষ প্রকাশ করে।

দলীলঃ আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

"আর তাদের মধ্যে কেউ বলে আল্লাহ ছাড়াও আমি একজন ইলাহ। যার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেবো। আর আমি অনুরূপভাবে জালিমদের শাস্তি দান করি।" (আল-আম্বিয়াঃ ২৯)

আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, এই বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্য ইলাহ ব্যতীত একমাত্র সত্য ইলাহ ও সকল ইবাদাত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা এবং তিনি ব্যতীত সকল ইলাহদের অস্বীকার করা আর তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করা, মুশরিকদের ধারকবাহকদের ঘৃণা করা ও শত্রুতা পোষণ করা, এটাই মিল্লাতে ইবরাহীম; যে এখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে কেবল নিজেকে প্রতারিত করল আর এটাই হলো সেই আদর্শ, যার সংবাদ আল্লাহ দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন,

"তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মাঝে। যখন তাঁরা তাদের কওমকে বলেছিল, 'আমরা তোমাদের থেকে এবং তোমরা যাদের ইবাদাত করো তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমরা তোমাদের অস্বীকার করছি, আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে শুরু হলো শত্রুতা ও ঘৃণা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে'।" (আল -মুমতাহিনাঃ ০৪)

তিনটি মূলনীতি

যা জানা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য আবশ্যক।

জ্ঞান মূর্খতার বিপরীত; আর ইলম হলোঃ কোন জিনিস সম্পর্কে নিশ্চিত ও সুদৃঢ়ভাবে অবগত হওয়া।

শরিয়তের পরিভাষায়ঃ প্রমাণাদিসহ সত্যের সন্ধান লাভ।

আল উসূলঃ এটা আসলুন এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ, কোন জিনিসের নিচের অংশ বা মূল ভিত্তি।

পরিভাষায়ঃ যে বিষয়ের জন্য ওই সুনির্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত সম্ভব নয়।

আর এই তিনটি মূলনীতি হলো দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা, যার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন রয়েছে। যার থেকে শাখা প্রশাখা বের হয়। যে মূলনীতি মালা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বাণীর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে।

যেমন, সাব্যস্ত হয়েছে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে, যার মূল সারাংশ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। যা বারা ইবনে আযীব (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) ও অন্যান্য সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কবরের ফিৎনার লম্বা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে, "অতঃপর একজন আগন্তুক আসবে; বলবে, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? অতঃপর সে বলবে আল্লাহ আমার রব। ইসলাম আমার দ্বীন (জীবনব্যবস্থা)। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নবী। অতঃপর সে তাকে বলবে, তুমি সত্য বলেছ। আর সেটাই সর্বশেষ ফিৎনা যা মু'মিনের সামনে উপস্থিত করা হবে আর মুনাফিক ও সংশয় পোষণ কারীরা বলবে, 'হায় হায় আমি জানি না। মানুষকে কিছু বলতে শুনেছি আমিও অনুরূপ বলেছি।' ফলে তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে পিটানো হবে যা মানুষ ব্যতীত সবাই শুনতে পাবে। যদি মানুষ শুনত তবে অজ্ঞান হয়ে যেত।"

সুতরাং প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক এই নীতিমালা জানা, পরিচয় লাভ করা, বিশ্বাস করা ও -এর দ্বারা গোপনীয় ও প্রকাশ্য যা প্রমাণিত হয় সেসবের আমল করা।

পরিচ্ছদ

তিনটি মূলনীতি হলঃ

১। প্রথমত, বান্দার জন্য আবশ্যক হলো তার রব আল্লাহ তা'আলাকে জানা, যেমনভাবে তিনি তাঁর কিতাবে ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর হাদীসে নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছেন; তাঁর একত্ববাদীতায়, নাম সমূহে, গুণাবলীতে ও তাঁর কার্যে তিনি সকল কিছুর রব ও অধিপতি। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ ও রব নেই।

২। তাঁর দ্বীনকে জানা, অর্থাৎ দ্বীন আল-ইসলাম, যার দ্বারা আমরা আল্লাহর ইবাদাত করি।

'দ্বীন' শাব্দিক অর্থেঃ অবনত হওয়া, আত্মসপর্মণ করা। যেমন, আরবীতে বলা হয়, অর্থাৎ আমি তাকে অপমানিত করেছি ফলে সে লাঞ্ছিত হয়েছে।

শর'য়ী পরিভাষায়ঃ ওই সকল বিষয়ের নাম, যার দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টি তাঁর ইবাদাত করে এবং তিনি তাদের তা প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সাউদী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, "(দ্বীন) হলো গোপণে ও প্রকাশ্যে এক আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করা যেভাবে তাঁর রসূলগণের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

আর দ্বীনুল ইসলামঃ ওই সকল (বিধান, আল্লাহ তা'আলা) যা তাঁর কিতাবে ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হোক বা কথার ক্ষেত্রে অথবা কাজের ক্ষেত্রে, প্রকাশ্য হোক বা গোপনীয়।

৩। তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে জানা। কেননা রিসালাত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ও আমাদের মাঝে তিনিই একমাত্র মাধ্যম। আর তিনিই সৃষ্টির সেরা, তাঁর সম্মান ও মর্যাদায় অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

তাকে জানা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেকের ওপর ফরয। কেননা রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত বিধান ব্যতীত আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য আমাদের অন্য কোন পথ নেই।

আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল, এই সাক্ষ্য দেয়া তাওহীদের ঘোষণার দ্বিতীয় অংশ যার দ্বারা একজন বান্দা দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে। আর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া ব্যতীত তাওহীদের ঘোষণা সঠিক হয় না।

রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রতি ঈমান আনয়ন সম্পূর্ণ হয় তাঁকে জানার মাধ্যমে, তাঁর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে; এর মাধ্যমে মূলত তাঁর প্রদত্ত সংবাদকে গ্রহণ করতে এবং তাঁর নির্দেশকে মেনে নিতে এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন ও যে ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে এবং তাঁর নির্দেশিত পথ ব্যতীত আল্লাহর ইবাদাত না করতে, ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার গুলোকে আবশ্যক করে দেয়।

পরিচ্ছদ

“যখন তোমাকে বলা হবে, তোমার রব কে? তখন তুমি বলবে, আমার রব আল্লাহ, যিনি তাঁর অনুগ্রহে আমাকে এবং সমস্ত বিশ্বজগতকে লালন পালন করেন। তিনিই আমার ইলাহ, তিনি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ নেই।”

আর রবঃ তিনি সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি ও সকল কিছুর পরিচালনাকারী। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক এবং তিনি সব কিছু পরিচালনা করেন। সুতরাং তাঁর সৃষ্টির বিন্দু পরিমাণ জিনিস মালিকানা ও পরিচালনার বাহিরে নয়।

আল ইবাদাহঃ শাব্দিক অর্থে বলা হয়, পূর্ণ অবনত ও দৃঢ় বিশ্বাসের পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ ভালবাসা। আর প্রকৃত অর্থে ইবাদাত; ভালবাসা ভয় ও আশার ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “জেনে রেখো, হৃদয়ের স্পন্দন আল্লাহর নিকট তিন ধরনের- ভালবাসা, ভয় ও আশা। আর তম্মধ্যে ভালবাসা হল সবচে’ শক্তিশালী আর তাই-ই কাম্য, যা সত্ত্বাগত ভাবে পাওয়া যায়। কেননা তা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানে পাওয়া যায়, যা ভীতির বিপরীত। কেননা তা আখিরাতে দূরীভূত হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা’আলা বলেন, “জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় থাকবে না এবং তাঁরা চিন্তিত হবে না।”

আর এখানে খাওফ দ্বারা ভীতি ও হুমকি এবং রাস্তায় বের হওয়াতে বাঁধা দেয়া উদ্দেশ্য।

কেননা ভালবাসা মানুষকে তার প্রিয় জিনিসের দিকে ধাবিত করে, সে তার দূর্বলতা ও সক্ষমতা অনুসারে তার দিকে ধাবিত হয়। আর ভয়-ভীতি মানুষকে তার প্রিয় জিনিসের দিকে ধাবিত হতে বাঁধা দেয়, এবং আশা তাকে পথ দেখায়।

সুতরাং এটাই হল সবচে’ বড় মৌল বিষয়, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক এটার প্রতি মনোযোগী হওয়া। কেননা এগুলো ব্যতীত গোলামী বা দাসত্ব অর্জিত হয় না। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক আল্লাহর বান্দা হওয়া তিনি ছাড়া আর কারো নয়।” (মাজমুউল ফাতওয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ৯৩)

শরি’য়াহর পরিভাষায় ইবাদাতঃ প্রত্যেক প্রকাশ্য-গোপনীয় কথা ও কাজ; যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন, পছন্দ করেন, তাকেই ইবাদাত বলে।

যেমন- দুয়া, সলাত, ভয়, আশা, ভালবাসা এবং অন্যান্য ইবাদাত।

সুতরাং আবশ্যক হলো তার একনিষ্ঠতা ও নির্দিষ্টতা হবে এক আল্লাহর জন্য, যার কোন শরিক নেই -এর কোন একটি যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নির্দিষ্ট করে, তবে সে কাফির ও মুশরিক।

আর যখন তোমাকে বলা হবে তোমার দ্বীন কি? তখন তুমি বলবে আমার দ্বীন ইসলাম। আর ইসলাম হলঃ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করা ও আনুগত্যের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার করা এবং শিরক ও তার ধারক-বাহকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

আত্মসমর্পন (ইস্‌তাসলাম): অর্থাৎ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট অবনত হওয়া ও বিনয়ী হওয়া, আর তাওহীদ হলো ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক গণ্য করা। যেমন, তাদের উক্তি, اِسْتَسْلَمَ فُلَانٌ لِلْقَتْلِ অমুক হত্যার জন্য আত্মসমর্পন করেছে। একথা তখন বলা হয়, যখন সে নিজকে সঁপে দেয় অপমানিত-অপদস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে।

সুতরাং মুসলিম হলো এক আল্লাহ নিকট নিজেকে উৎসর্গকারী বিনয়ী, অবনত, বশ্যতা স্বীকারকারী, তিনি ব্যতীত অন্য সকলকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁর আনুগত্যে সমর্পিত।

আল ইনকিয়াদ লাহু বিত তয়াহ বা আনুগত্যের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার করাঃ অর্থাৎ শুধুমাত্র আত্মসমর্পন ও বিনয়ী হওয়াতে যথেষ্ট হবে না বরং সাথে সাথে আল্লাহর আনুগত্য প্রদর্শনে, তাঁর সন্তুষ্টির আশায় এবং তাঁর নিকট যে পুরষ্কার রয়েছে তার প্রত্যাশায় এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নির্দেশকে মেনে নেবে এবং নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করবে।

শিরক ও তার ধারক-বাহকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করাঃ আর তা হলো ছোট-বড় শির্ক থেকে দূরে থাকা, মুক্ত থাকা ও শির্কের ধারক বাহকদের সাথে শত্রুতা, ক্রোধ ও কুফরী প্রকাশ করার মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বসবাস ও সম্পর্ক না করে, কথা ও কাজে সাদৃশ্যতা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

আর যখন তোমাকে বলা হবে, তোমরা নবী কে? তখন তুমি বলবে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম। তাঁকে আল্লাহ বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও আল্লাহর নির্দেশে তাঁর দিকে উজ্জল প্রদীপের মতো আহবানকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি সর্বশেষ নবী ও তাঁর রসূল এবং সকল সৃষ্টির সেরা।

তিনি এমন বান্দা যার ইবাদাত করা হয় না এবং এমন রসূল যিনি মিথ্যাদাবীদার নন। বরং তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয়। আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর গোলামী ও রিসালাত দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

সুতরাং প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক তাঁকে জানা, তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁকে ভালবাসা, তাঁর অনুসরন করা এবং তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা।

পরিচ্ছদ

তাওহীদ তিন প্রকার

প্রথমঃ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহঃ আল্লাহকে তাঁর কর্মের ক্ষেত্রে একক গণ্য করা। যেমনঃ সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দেয়া, জীবন দেয়া, মৃত্যু দেয়া, কল্যাণ ও অকল্যাণ দান করা।

দলীলঃ আল্লাহ্‌র বাণীঃ

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

“বলো, তোমাদের আসমান ও জমিন থেকে কে রিযিক দেন অথবা মৃত থেকে জীবন বের করেন কে এবং কে জীবন থেকে মৃত্যু বের করেন এবং সকল কাজ পরিচালনা করেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। সুতরাং তুমি বলো, তোমরা কি ভয় করবে না?

(ইউনুসঃ ৩১)

আর এ ব্যাপারে অনেক আয়াত রয়েছে।

রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর যুগের কুফফাররা তাওহীদের এই প্রকারকে মেনে নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করানো হয় নি বরং রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল ঘোষণা করেছেন। কেননা তারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে শির্ক করেছিল।

দ্বিতীয়ঃ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহঃ আল্লাহ্ তা’আলাকে তাঁর বান্দাদের কাজে (অর্থাৎ ইবাদাতে) একক গণ্য করা। আর তা এমন এক বিষয় যাতে পূর্ব যুগ থেকে এ পর্যন্ত দ্বন্দ-বিভেদ চলে আসছে। যেমনঃ দুয়া, ইযর বা উপঢৌকন, কুরবানী, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিভ্রতা, নিরাপত্তা-ভয়, নৈকট্য।

আর এই প্রকার সমূহের সবগুলোর প্রমাণ কুরআনে রয়েছে।

আর তাওহীদুল উলুহিয়্যাহর প্রমাণ কুরআন ও সুন্নাহতে অনেক রয়েছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সন্ন্যাসীদের এবং মাসিহ (ঈসা) ইবনু মারিয়াম -কে রব হিসেবে গ্রহন করেছিল, অথচ তাদের কেবল এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, তারা কেবল এক ইলাহের ইবাদাত করবে। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর সাথে যা শরিক করা হয়, তা থেকে তিনি পবিত্র।” (আত-তাওবাঃ ৩১)

আল্লাহ বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

"এবং তাদেরকে কেবলমাত্র এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, সলাত কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে, আর এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন।" (আল-বাইয়্যিনাহঃ ০৫)

এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে বলবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদাত করা হয় তা অস্বীকার করবে, তাঁর সম্পদ ও রক্ত হারাম। তাঁর হিসাব আল্লাহর নিকট।" (সহীহ মুসলিম)

তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে শরীক বিহীন অবস্থায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে শিরকযুক্ত অবস্থায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম)

তৃতীয়ঃ তাওহীদুজ-জাত ওয়াল আসমা-ওয়াস সিফাতঃ তা হলো আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা, এবং বিশ্বাস করা তাঁর মহত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত সত্তা রয়েছে, যা মাখলুকদের সত্তার সদৃশ নয়; এবং আল্লাহর জন্য তাই সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রসূলের হাদীসে, নামের ক্ষেত্রে ও স্থানাবলীর ক্ষেত্রে। তা'তীল, তামছিল, তাহরীফ এবং তাকঈফ করা ব্যতীত। আর আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য তাঁর কিতাব এবং তাঁর রসূলের হাদীসে যা বাতিল করেছেন, তা বাতিল করা।

আল্লাহ বলেন,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴿٤﴾

"(হে নবী) তুমি বলো, আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেন নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।" (সূরা ইখলাসঃ ১-৪)

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

"আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর নামসমূহ, সুতরাং তাঁকে সেগুলো দ্বারা আহবান করো এবং ওই সকল লোকদের পরিত্যাগ করো, যারা তাঁর নামকে বিকৃত করে। তারা যা করে অচিরেই তার প্রতিদান পাবে।" (আল-আরাফঃ ১৮০)

এবং মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

"তাঁর মত কেউ নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (আশ-শুরাঃ ১১)

পরিচ্ছেদ

তাওহীদের বিপরীত শিরক

আশ-শিরকঃ শব্দটি অংশীদারিত্ব ও অংশীস্থাপন শব্দদ্বয় থেকে গৃহীত। যা, একটি বস্তুতে একাধিক ব্যক্তির অধিকার এবং শরীক থাকাকে বুঝায়।

পারিভাষিক অর্থেঃ আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাতে বা উলুহিয়্যাতে অথবা আসমা-ওয়াস সিফাতে তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করা।

অথবা, তা হচ্ছে গাইরুল্লাহকে আল্লাহর কোন বৈশিষ্ট্যের সমতুল্য করা।

*** শিরক দুই প্রকার। যথাঃ** (১) শিরকে আকবার (২) শিরকে আসগর।

প্রথম প্রকার, আশ-শিরকুল আকবরঃ তা এমন অপরাধ যা, আল্লাহ ক্ষমা করেন না এবং এর সাথে সৎ আমলকে গ্রহণ করেন না।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক হওয়াকে ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং (যে শরীক করল) সে মহা অপরাধ আরোপ করল।"

(আন-নিসাঃ ৪৮)

তিনি আরও বলেন,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

"নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনিই ঈসা ইবনে মারিয়াম। আর ঈসা বলেন, 'হে বনী ইসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, যিনি আমার এবং তোমাদের রব। আর নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার অবস্থান হবে জাহান্নাম। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই'।" (আল-মায়িদাঃ ৭২)

এবং আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আর আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি এই ওহী করা হয়েছে যে, আপনি যদি শিরক করেন তাহলে অবশ্যই আপনার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।" (আয্ যুমারঃ ৬৫)

শিরকে আকবার তিন ভাগে বিভক্ত

১। রুবুবিয়্যাহে শিরকঃ ওই ব্যক্তির মতো, যে বিশ্বাস করে গাইরুল্লাহ জগত পরিচালনা করে।

অথবা, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে স্রষ্টা বিশ্বাস করে।

২। উলুহিয়্যাতে শিরকঃ ইবাদাতের কোন এক প্রকার গাইরুল্লাহর জন্য নিবেদন করা।

৩। আসমা ওয়াস সিফাতের শিরকঃ আল্লাহর নাম দিয়ে অন্য কারো নাম রাখা, যার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ।

অথবা, আল্লাহর কোন গুণাবলী অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করা অমূলক।

দ্বিতীয় প্রকারঃ শিরকে আসগর

এই প্রকারের শিরককারী যদি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তবে সঠিক কথা অনুযায়ী, আল্লাহ যদি চান তাকে ক্ষমা করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে আযাব দেবেন। কিন্তু তার প্রত্যাবর্তন হবে জান্নাত। কেননা শিরকে আসগর, তা সংঘটিত কারীকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী করে না। কিন্তু সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং তার থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

শিরকে আসগার আবার দুইভাগে বিভক্তঃ

১। প্রকাশ্য শিরকে আসগরঃ যেমন, গাইরুল্লাহর নামে কসম করা এবং এই কথা বলা যে, ‘আল্লাহ যদি চান এবং তুমি যা চাও।

রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে কসম করল, সে শিরক করল।’ (সহীহ আহমাদ, আবু দাউদ)

হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, “মুসলিমদের থেকে একজন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল যে, সে একজন আহলে কিতাবের লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছে তখন সে বলল, তোমরা কতইনা উত্তম জাতি যদি না তোমরা শিরক করতে, তোমরা বলো, আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা চান।

তখন ওই ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের কাছে বললেন যে, আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে তা প্রকাশ করে দেব, তোমরা বল, ‘আল্লাহ যা চান অতঃপর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা চান’।” (আহমদ, ইবনে মাজাহ,সহীহ সনদ)

২। গোপনীয় শিরকে আসগরঃ যেমন- লোক দেখানো আমল এবং শুভ-অশুভ নির্ণয় করা।

আর রিয়াঃ তা হলো মানুষের সামনে আমল প্রদর্শন করা। যা গৃহীত হয়েছে 'প্রদর্শন করা' শব্দ থেকে। আর তা হলো, মানুষ দেখার কারনে আমলকে সুন্দর করা।

মুহাম্মাদ বিন লাবীদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমি তোমাদের ওপর বেশি ভয় করি শিরকে আসগরের। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, 'শিরকে আসগার কি?' তিনি বললেন,'রিয়া'।" (আহমদ, সনদ হাসান)

এখানে রিয়া বলতে সচারাচার সংঘটিত রিয়াকে বুঝানো হয়েছে, যা ইবাদাতের কোন এক প্রকারের হয় বা হঠাৎ আপতিত হয়। আর যে আমলের পুরোটাই রিয়া বা লোক দেখানো হয়, তাহলে সে নিয়ত ও ইচ্ছা শিরকে পতিত হলো। যা শিরকে আকবারের অন্যতম। যা ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় সমূহের প্রথম পয়েন্টে আলোচনা করা হবে।

আত তিয়ারাঃ অশুভ লক্ষণ, যা শুভ লক্ষণের বিপরীত। অশুভ লক্ষণ হলো কোন কাজ অথবা সফরের পূর্বে কিছু দেখা বা শুনা যা সে অপছন্দ করে, অতঃপর তা কুলক্ষণ মনে করে, ফলে সে যা করতে চেয়েছিল তা থেকে বিরত থাকে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তিয়ারা বা কুলক্ষণ মনে করা শিরক।" (আহমদ, ইবনে মাজাহ, সনদ সহীহ)

রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "এই উম্মতের শিরক (শিরকে আসগর) হলো, অন্ধকার রাতে কালো পাথরের ওপর কালো পিপিলিকার পদচারণার মতো আর তার কাফফারা হলো, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা শাইয়া ওয়া আনা আ'লামু। ওয়া আসতাগফিরুকা মিনায্ যাম্বিল লাযি লা আ'লামু।"

(বুখারী, আদাবুল মুফরাদ. সহীহ)

পরিচ্ছেদ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ -এর শর্তাবলী

প্রথম, তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক অর্থসহ জানা।

ইলম বা জ্ঞানঃ কোন বিষয়কে সুদৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করাকে বুঝায়।

দলীলঃ আল্লাহর বাণী,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

"সুতরাং তুমি জেনে নাও, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং তুমি সকল নারী-পুরুষ ও তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর আল্লাহ তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল ও আশ্রয়স্থল জানেন।" (মুহাম্মাদঃ ১৯)

তাঁর বাণী, إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"তবে যারা জেনে হক্বের সাক্ষ্য দেয়, তারা ব্যতীত।"

(আয-যুখরুফঃ ৮৬)

এখানে হক্ব অর্থঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর জেনে অর্থ, মুখে যা উচ্চারণ করেছে তার অর্থ বুঝে ও উপলব্ধি করে স্বীকারও করেছে।

হাদীসের দলিলঃ উসমান (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত সহিহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত যে, রসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এটা জানা অবস্থায় যে মৃত্যু বরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এ কালেমার দুটি রুকন রয়েছে, হ্যাঁ বাচক ও না বাচক।

(লা ইলাহাঃ) অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদাত করা হয়, তা অস্বীকার করা।

(ইল্লাল্লাহঃ) সকল প্রকার ইবাদাত শুধুমাত্র শরীক বিহীন এক আল্লাহর জন্য খালেস করা।

শুধুমাত্র না বাচক -এর মাধ্যমে বা হ্যাঁ বাচক -এর মাধ্যমে তাওহীদ পূর্ণ হয় না বরং হ্যাঁ বাচক ও না বাচক দুই -এর সমন্বয়েই কেবল তাওহীদ পূর্ণ হয়।

সুতরাং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ -এর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং সকল প্রকার ইবাদতের হক্বদার কেবলমাত্র এক আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা। আর আল্লাহ ব্যতীত যাদের সাথে ইবাদাত সম্পৃক্ত করা হয়, সেই ইলাহ সবচে' বাতিল ও গোমরাহ।

দ্বিতীয়, দৃঢ় বিশ্বাসঃ

আর তা হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা আর সন্দেহ, সংশয়ের বিপরীত। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এই কালেমার সমর্থনে সুনিশ্চিত এবং অকাট্য বিশ্বাসী হতে হবে, যার মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয় থাকবে না। কেননা এই ধারণার পূর্ণ ও নিশ্চিত বিশ্বাস ব্যতীত ঈমান কোন উপকারে আসে না। সুতরাং যখন তার মধ্যে সন্দেহ-সংশয় প্রবেশ করবে, তখন তা কিভাবে উপকারে আসতে পারে। আল্লাহর কাছে -এর থেকে পানাহ চাই।

দৃঢ় বিশ্বাসের দলিলঃ আল্লাহর বাণী,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“সত্যিকার ঈমানদার হচ্ছে তাঁরা, যারা আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনে, অতঃপর সামান্যতম সন্দেহও পোষণ করে না এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, এরাই হচ্ছে সত্যবাদী।” (আল- হুজরাতঃ ১৫)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসুলের প্রতি ঈমানের সত্যায়নের ক্ষেত্রে সংশয়হীনতাকে শর্ত করা হয়েছে। কেননা সংশয় পোষণ কারীই মুনাফিক।

হাদীস থেকে দলিলঃ আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। কোন সংশয় ছাড়া, যে এই অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” (মুসলিম)

তৃতীয়, ইখলাস বা একনিষ্ঠতা যা শিরকের বিপরীত।

ইখলাস শাব্দিক অর্থেঃ পরিচ্ছন্ন করা, নিষ্কলুস করা বা কোন জিনিসকে যুক্ত করা ও একক করা এবং দোষ-ক্রুটি থেকে মুক্ত করা।

ইখলাসের মূল উদ্দেশ্যঃ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়্যাতকে শিরকের সকল কালিমা থেকে মুক্ত রাখা।

ইখলাসের দলিলঃ আল্লাহর বাণীঃ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

“সাবধান, আল্লাহর জন্যই খালেস দ্বীন।” (আয-যুমারঃ ০৩)

আল্লাহর বাণীঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

"আর তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা কেবলমাত্র একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং সলাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে। এটাই হচ্ছে সঠিক দ্বীন।" (আল- বাইয়্যিনাহঃ ০৫)

হাদীস থেকে দলিলঃ আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) রসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করে বলেন, "আমার শাফায়াত লাভে ধন্য ওই ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠ অন্তরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।" (বুখারী)

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "ইসলামের মূল হলো, সাক্ষ্য দেয়া যে 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল । আর যে তাঁর ইবাদাত লোকদের প্রদর্শন করবে ও এর দ্বারা প্রশংসা তালাশ করবে, তবে সে তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করল না।"

চতুর্থঃ আস সিদ্‌ক (সত্যতা) যা মিথ্যার বিপরীতঃ

সিদ্‌কঃ কথা, বাস্তবতার অনুগামী হওয়া। সুতরাং এই কালেমার ঘোষণাটা অন্তর থেকে যথার্থতার সাথে বলা। আর জিহ্বা অন্তরের-ই অনুগামী। আর যদি সে মুখে প্রকাশ্যভাবে তা স্বীকৃতি দেয় কিন্তু গোপনে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে সে মুনাফিক। নিফাক হচ্ছে সত্যকে প্রকাশ করা এবং মিথ্যাকে গোপন করা অথবা ঈমানকে প্রকাশ করা কুফরকে গোপন করা।

সিদ্‌কের দলিলঃ

الم ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴿٣﴾

"আলিফ লাম মীম। মানুষেরা কি (এটা) মনে করে নিয়েছে, তাদের এটুকু বলার কারণেই ছেড়ে দেয়া হবে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো সেসব লোকদেরও পরীক্ষা করেছি যারা এদের আগে (এভাবেই ঈমানের দাবী করে) ছিল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাদের ভালো করে জেনে নেবেন যারা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী, (আবার ঈমানের) মিথ্যা দাবীদারদেরও তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন।" (আল-আনকাবুতঃ ১-৩)

হাদীস থেকে দলিলঃ মুয়ায ইবনে জাবাল রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করে বলেন, "কোন ব্যক্তি অন্তর থেকে সত্যতা সহকারে সাক্ষ্য দেয় যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রসূল' তবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।" (বুখারী, মুসলিম)

পঞ্চম: মুহাব্বত (ভালোবাসাঃ)

মুহাব্বতঃ আনন্দদায়ক কোন জিনিস, কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি অন্তরের আকর্ষণকে বলে। আর তার বিপরীত হলো, অপছন্দ।

অপছন্দঃ অন্তরের ঘৃণা, বিরক্তি ও দূরবর্তীতাকে বলে।

মুহাব্বতের দলিলঃ আল্লাহর বাণীঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

“মানুষের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে যে, আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে। তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহ তা’আলাকেই ভালোবাসা উচিত;আর যারা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ তা’আলার প্রতি ঈমান আনে, তারা তো তাঁকেই সর্বাধিক পরিমাণে ভালোবাসে; আর যারা (আল্লাহর আনুগত্য না করে) বাড়াবাড়ি করছে তারা যদি আযাব স্বচক্ষে দেখতে পেতো (তাহলে এরা বুঝতে পারত), আসমান যমীনের সমুদয় শক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্যেই, শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর।” (আল-বাকারাঃ ১৬৫)

হাদীসের দলিলঃ আনাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তিনটি বিষয় যার মধ্যে রয়েছে, সেই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রসুল, অন্য সবকিছু থেকে তাঁর নিকট বেশি প্রিয় হওয়া, কোন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসা, আল্লাহ তা’আলা কুফরী থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে সেভাবে অপছন্দ করে যেভাবে অপছন্দ করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।” (বুখারী, মুসলিম)

ষষ্ঠ: আল ইনকিয়াদ তথা আত্মসমর্পন যা পরিত্যাগ করার বিপরীতঃ

ইনকিয়াদঃ বিনয়ী হওয়া, অবনত হওয়া। যেমন আরবীতে ব্যবহৃত হয়,”আমি তার ওপর শক্তি প্রয়োগ করায় সে আমার বশ্যতা স্বীকার করল এবং আনুগত্য স্বীকার করে নিল।”

এখানে ইনকিয়াদ দ্বারা উদ্দেশ্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র নিকট আত্মসমর্পন করা এবং প্রকাশ্যভাবে যা নির্ধারণ করে, কোন কিছু বাদ না দিয়ে তা মেনে নেওয়া।

প্রায়োগিক অর্থে,তাওহীদের মাধ্যমে আ্ললাহর নিকট আত্মসমর্পন করা এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা (কিতাব এবং সুন্নাহ) নিয়ে এসেছেন আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা। আর তা প্রমানিত হয় আল্লাহ যা ফরয করেছেন তা

বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং যা হারাম করেছেন তা পরিত্যাগ ও দূরে থাকার মাধ্যমে এবং বশ্যতা স্বীকার ব্যতীত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র স্বীকারও কোন উপকারে আসবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

"যে তার চেহারাকে আল্লাহর প্রতি সমর্পন করে এবং সে সৎকর্মপরায়ন, তবে সে মজবুত হাতল ধারণ করে।" (লোকমানঃ ২২)

মজবুত হাতলঃ যেমন ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) এবং ইবনে যুবায়ের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, 'তা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'

সপ্তমঃ আল ক্ববুল (গ্রহণ করা) যা প্রত্যাখ্যান করার বিপরীতঃ

গ্রহণ করাঃ কোন জিনিস পেয়ে সন্তুষ্ট থাকা। আর এটা দ্বারা উদ্দেশ্য, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ -কে গ্রহণ করা এবং এর মাধ্যমে যা নির্ধারিত হয় এবং যে অর্থ প্রদান করে তা অন্তর দ্বারা,জিহ্বা দ্বারা এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা মনে প্রাণে গ্রহণ করা যা প্রত্যাখ্যানের বিপরীত। সুতরাং যদি কেউ অহংকার করে অথবা হিংসা করে অথবা অন্য কোন কারণে এর দাবীর কোন একটি অংশ পরিত্যাগ করবে, তবে সে ক্ববুল বা গ্রহনের শর্তটি বাস্তবায়ন করল না।

দলিলঃ আল্লাহর বাণীঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾

"এরা এমন (বিদ্রোহী) ছিল, যখন এদের বলা হতো আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ত। এরা বলত, 'আমরা কি একজন পাগল কবির কথায় আমাদের ইলাহদের (আনুগত্য) ছেড়ে দেব।"

(আস-সফফাতঃ ৩৫-৩৬)

সুতরাং এই কালেমাকে মৌখিক ও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা আবশ্যক। অতএব যে এটাকে গ্রহণ করবে না এবং প্রত্যাখ্যান করবে এবং এক্ষেত্রে অহংকার করবে সে কাফির। যেমন- কুরাইশ কুফফাররা এটাকে গ্রহণ না করে গর্ব ও অহংকার-বশত প্রত্যাখ্যান করেছিল।

পরিচ্ছেদ

ইসলাম ভঙ্গের বিষয়সমূহ

ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় অনেক। যেগুলোকে আলেমগণ ফিকহের গ্রন্থে ধর্মত্যাগ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) দশটি বিষয় আলোচনা করেছেন, কেননা এগুলোই মূলত বেশি সংঘটিত হয়।

আরবী 'নাক্বিদ' বা 'ধ্বংসকারী' শব্দ 'সুদৃঢ় করণে'র বিপরীত।

নাক্বদ অর্থঃ উন্মুক্ত করা যেমন আরবীতে বলা হয় 'নাক্বাদাশ শাই' অর্থাৎ কোন গিট বা কিছুকে সুদৃঢ় করার পর খুলে দেয়া। আর এটা অর্থগত ও অনুভবগতভাবে হয়ে থাকে।

অনুভবগতঃ যেমন দড়ি বা বেনি ভাঙ্গা।

অর্থগতঃ যেমন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, অযু ভঙ্গ করা। আর তা হয় যখন কোন মানুষ কোন কাজ করে, যা করতে তাকে নির্দেশ দেওয়া ও বাধ্য করা হয়েছে যেমন- চুক্তি, বন্ধন। পরবর্তীতে যখন সে এর মূলের বিপরীত কাজ করে তখন সে তা ভেঙ্গে ফেলে।

আর মানুষ যখন তাওহীদের বাণীকে স্বীকৃতি দেয় তখন তা অঙ্গীকার ও চুক্তির মতো বাস্তবায়ন ও তার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করা বুঝায়। কিন্তু যখন তার (কালেমার) মৌলিকতার বিপরীত কিছু করে তখন তাকে ভেঙ্গে ফেলে।

পরিচ্ছেদ

প্রথম ভঙ্গকারী বিষয়; আল্লাহর ইবাদতে শিরক করাঃ

আল্লাহর ইবাদতে শিরক করা হলো, ইবাদতের কোন এক প্রকার গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করা। আর এটা হল বড় শিরক যা তাওবা ব্যতীত আল্লাহ ক্ষমা করেন না। এই পাপকারী এমতাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

"আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে কখনও ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে।" (সুরা নিসাঃ ৪৮)

তিনি আরও বলেন,

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেবেন আর তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

(সুরা মায়িদাঃ ৭২)

অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবাই করা যেমন- জ্বীন, কবরের জন্য যবেহ করা অথবা গায়রুল্লাহকে আহ্বান করা অথবা কবর তাওয়াফ করা বা গায়রুল্লাহকে সিজদাহ করা।

*** ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক চার ধরনের হয়ে থাকে।**

প্রথমত, দুয়ার ক্ষেত্রে শিরকঃ অর্থাৎ গায়রুল্লাহকে আহ্বান করা এমন বিষয়ে যার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর নিকট রয়েছে; অথবা মৃতদের, মূর্তিদের, গাছ ও অনুরূপ ব্যক্তি বা বস্তুকে আহ্বান করা অথবা অদৃশ্য কাউকে আহ্বান করা।

দুয়া একটি ইবাদাত যে তা গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করবে সে শিরক করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

"নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য, সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে আহ্বান করোনা।" (সুরা জ্বীনঃ ১৮)

ইমাম আহমদ ও সুনান গ্রন্থসমূহ প্রণেতাগণ নুমান ইবনে বাশীর কর্তৃক রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করে বলেন, "দুয়াই হল ইবাদাত ।"

দ্বিতীয়ঃ নিয়ত, ইচ্ছা ও সংকল্পে শিরকঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴿١٦﴾

(১৫) "যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য্য (জাকজমক) কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলি (-র ফল) দুনিয়াতেই পরিপূণ্ররূপে প্রদান করে দিই এবং দুনিয়াতে তাদের জন্যে কিছুই কম করা হয় না। (১৬) এরা এমনসব লোক যে,তাদের জন্যে আখিরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছিল তা সবই আখিরাতে অকেজো হবে এবং যা কিছু করছে তাও বিফল হবে।" (সূরা হূদঃ ১৫-১৬)

নিয়ত ও সংকল্পের শিরক বিভিন্ন ইবাদাতের মাধ্যমে হয়ে থাকে । সুতরাং যে ব্যক্তি তার ইবাদাত দ্বারা দুনিয়া অথবা সম্পদ কিংবা বাসস্থান অথবা প্রশংসা ও অনুরূপ কিছু ইচ্ছা করে এবং ওই ইবাদাতের দ্বারা আল্লাহর নির্দেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে না, সে এই প্রকার শিরকের মধ্যে পতিত হবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আর ইচ্ছা ও সংকল্পের শিরকটি এমন সাগরের মত যার কোন তীর নেই এবং অল্প লোকই সেখান থেকে মুক্তি পায়।"

(আল জাওয়াবুল কাফিলিমান সাআলা আনিন দাওয়া ইশশাফি, পৃঃ ১৩৫)

সুতরাং যে ব্যক্তি তার আমলের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য ব্যতীত অন্য কিছু অনুসন্ধান করে এবং এর প্রতিদান আশা করে সে ইচ্ছা ও নিয়তে শিরক করল। আর ইখলাসঃ নিয়ত উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ আল্লাহকে খালেস করা। এটাই হল একনিষ্ঠ ইবরাহীম যার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক বান্দাকে দিয়েছেন যা ব্যতীত কারো থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা হবে না। আর এটাই ইসলামের মূল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে, তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না, আর সে কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।"

(আল-ইমরানঃ ৮৫)

অতঃপর, যে সকল কাজ ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত নয়, তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যেমনঃ কোন ব্যক্তির সম্পদ বা অন্য কিছুর প্রাপ্তির আশায় কোন বৈধ কাজ করল।

তৃতীয়ঃ আনুগত্যে শিরকঃ

দলিলঃ আল্লাহর বাণীঃ

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“ওই সব লোকেরা আল্লাহ তা’আলা কে বাদ দিয়ে তাদের পীর দরবেশদেরকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও, অথচ এদের এক আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কারও বন্দেগী করতে আদেশ দেয়া হয়নি, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।” (আত-তাওবাঃ ৩১)

ইমাম তিরমিযী-সহ অন্যান্য আলেমগণ এ আয়াতের তাফসীরে আদী ইবনে হাতীম এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,যে তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে এ আয়াত পাঠ করতে শুনেন............। তখন তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলেন, আমরা কখনো তাদের ইবাদাত করতাম না। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “তারা যখন আল্লাহর হালাল করা বিষয়কে হারাম করত তোমরা কি সেটাকে হারাম করতে না? এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা যখন তারা হারাম করত তোমরা কি তা মেনে নিতে না? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সেটাই তাদের ইবাদাত।”

ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে আবুল বুহতায়ী কতৃক হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ “ওই সব লোকেরা আল্লাহ তা’আলাকে বাদ দিয়ে তাদের পীর দরবেশদেরকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও, অথচ এদের এক আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কারও বন্দেগী করতে আদেশ দেয়া হয়নি, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।”(আত-তাওবাঃ ৩১)

তারা তাদের ইবাদাত করত না বরং তাদের অন্যায় কাজের আনুগত্য করত। অন্য একটি বর্ণনায় বলেন তারা যখন কোন বিষয় হালাল করত তারা হালাল মেনে নিত। আর যখন তাদের জন্য কোন বিষয় হারাম হিসেবে মেনে নিত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “এসকল লোকেরা যারা তাদের পন্ডিত এবং সন্ন্যাসীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল (আল্লাহ হারামকৃত বিষয়কে হালাল ও হালালকৃত বিষয়কে হারাম করার ক্ষেত্রে আনুগত্য করার মাধ্যমে) এটা হয়েছিল দুইভাবেঃ

১। তারা জানত যে তারা আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন করেছে তা সত্ত্বেও তারা এই পরিবর্তনের বা বিকৃতির অনুসরণ করেছে। তারা তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ করেছে আল্লাহর হালাল করা বিষয়কে হারাম ও হারাম করা বিষয়কে হালাল করার

ক্ষেত্রে, যদিও তারা জানত যে তারা রসূলদের দ্বীনের বিরোধীতা করছে আর এটা হচ্ছে কুফর। যেটাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল শিরক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যদিও তারা তাদের জন্য সলাত আদায় করত না ও সিজদাহ দিত না। সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বীনের বিপরীতে কাউকে অনুসরণ করবে এটা জেনেও যে সেটা দ্বীনের উল্টা এবং বিশ্বাস করবে, তাকে যা বলা হয়েছে আল্লাহ এবং রসূলের বিপরীতে সে এসকল লোকদের মতো মুশরিকে পরিণত হবে।

২। তাদের ঈমান এবং বিশ্বাস, হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের অনুসরণ করে। যেমনভাবে একজন মুসলিম অন্যায় করে এ বিশ্বাসে যে, তা অন্যায়। সুতরাং এসকল লোকদের বিধানের উদাহরণ হচ্ছে পাপীদের মত। (মাজমুউল ফাতওয়া, খন্ড-৭, পৃঃ৭০)

চতুর্থঃ ভালবাসায় শিরক:

দলিলঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

“মানুষের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে যে আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহ তা'আলাকেই ভালোবাসা উচিত।” (আল-বাকারাঃ ১৬৫)

আর সেটা হল আল্লাহ র সাথে অন্যকে আল্লাহ র মতো ভালোবাসা অথবা তাঁর থেকে বেশি ভালোবাসা।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “আল্লাহর সাথে ভালবাসা দুই প্রকার।”

একঃ যা তাওহীদের মূলকে দূর্বল করে দেয় আর সেটা হল শিরক।

দুইঃ যা ইখলাস ও আল্লাহর ভালোবাসার ঘাটতি সৃষ্টি করে কিন্তু ইখলাস থেকে বের করে দেয়না।

প্রথম প্রকারঃ যেমন, মুশরিকদের ভালবাসা তাদের মূর্তি ও ইলাহদের জন্য।

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

“মানুষের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে যে আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহ তা'আলাকেই ভালোবাসা উচিত।” (সুরা বাকারাঃ ১৬৫)

এই সকল মুশরিকরা তাদের মূর্তি প্রতিমা ও ইলাহ দের ভালবাসে আল্লাহকে ভালবাসার মতো। এধরনের ভালবাসা বন্ধুত্ব ও অবিভাবকত্বের ভালবাসা, আশা, ইবাদাত, দুয়া এগুলো যার অনুগামী হয়। এধরনের ভালবাসা নিশ্চিত শিরক যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না।

এসকল ইলাহ এবং তাদের ধারক বাহকদের সাথে শত্রুতা, প্রচন্ড ঘৃণা ও যুদ্ধ ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হবে না। আর এ কারণেই আল্লাহ সকল রসূলদের প্রেরণ করেছেন এবং সকল কিতাব নাযিল করেছেন এবং এই শিরকী মহব্বতের ধারক বাহকদের জন্য আল্লাহ জাহান্নাম তৈরি করেছেন এবং যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরূদ্ধে শত্রুতা ও যুদ্ধ করবে তাদের জন্য জান্নাত তৈরি করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকারঃ আত্মার খোরাক হিসেবে আল্লাহ নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, চতুস্পদ প্রাণী, ফসল প্রভৃতির মধ্য হতে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি প্রবৃত্তির পক্ষ হতে ভালবাসা। যেমন- খাবারের প্রতি ক্ষুধাত্বের এবং পানির প্রতি পিপাসাত্বের ভালবাসা।

আর এই ভালবাসা তিন প্রকারঃ যদি কেউ সেগুলো আল্লাহকে পাওয়ার মতো মাধ্যম হিসেবে ভালবাসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আনুগত্য কামনা করে তাহলে তা যথার্থ হবে। আর তা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ভালবাসার অন্তর্ভূক্ত। এবং তার দ্বারা সে স্বাদ উপভোগ করবে। আর এ অবস্থাটি সৃষ্টির পূর্ণতা। যেটাকে তার নিকট প্রিয় করে দেয়া হয়েছে দুনিয়া থেকে নারী ও পবিত্র জিনিসকে। আর এ দুই জিনিসের ভালবাসা তার জন্য সহায়ক হয় আল্লাহর ভালবাসা তার রিসালাত পৌঁছানো এবং তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নে।

আর যদি কেউ সেগুলোকে নিজ প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার অনুসরণে ভালবাসে আর সেগুলো যদি আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টির কারণে প্রভাবিত না হয় বরং নিজ প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে এই ভালবাসাটা হবে অবৈধ ভালবাসা। এর জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কিন্তু আল্লাহ র মহব্বতের পূর্ণতায় ঘাটতি হবে।

আর যদি সেগুলো তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় এবং সেগুলো প্রাপ্তির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায় এবং সেগুলোকে আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টির ওপর অগ্রাধিকার দেয় তাহলে সে তার আত্মার ওপর যুলুম করল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করল।

সুতরাং প্রথমটি হল পূর্ববর্তীদের ভালবাসা।

দ্বিতীয়টি মিতব্যয়ীর ভালবাসা।

তৃতীয় ভালবাসা যালেমদের।   (আর রূহ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৪)

দ্বিতীয় ভঙ্গকারী বিষয়; যে আল্লাহ এবং তাঁর মাঝে মাধ্যম সাব্যস্তকারী, তাদের আহ্বান করে, তাদের নিকট সুপারিশ কামনা করে এবং তাদের ওপর ভরসা করে সকলের ঐক্যমতে, সে কুফরী করল।

এই ভঙ্গকারী বিষয়টি অধিক সংঘটিত হয় এবং মানুষের জন্য সবচে' ভয়াবহ কেননা অনেকেই ইসলামের দাবী করে কিন্তু সে ইসলামকে জানে না এবং তার প্রকৃত রূপ চেনে না। তার এবং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার মাঝে মাধ্যম সাব্যস্ত করে এবং বিপদে, দুর্ঘটনায়, দুর্দশা মোচনে তাদেরকে আহ্বান করে। এসকল লোকেরা মুসলিমদের ঐক্যমতে কাফির। কেননা আল্লাহ তা'আলা জ্বীন ইনসানকে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জ্বীন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"

(আয যারিয়াহঃ ৫৬)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর মাঝে মাধ্যম সাব্যস্ত করে এবং তাদেরকে আহ্বান করে, তাদের কাছে কামনা করে এবং তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে সাহায্য চায় সে আল্লাহর সাথে শিরক করল। তার মাঝে এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর প্রেরণের সময়ের মুশরিকদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

"জেনে রেখো, একনিষ্ঠ ইবাদাত আল্লাহ তা'আলার জন্যেই, যারা আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে আমরা তো এদের ইবাদাত এছাড়া অন্য কোন কারণে করি না যে, এরা আমাদের আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী করবে।" (আয-যুমারঃ ০৩)

তৃতীয় ভঙ্গকারী বিষয়; যে মুশরিকদের কাফির মনে করে না বা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদকে সঠিক মনে করে।

প্রসঙ্গটি ওই ব্যক্তির জন্য, যে কাফিরকে কাফির মনে করে না অথবা তার কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে তার উচিত হলো যার ব্যাপারে কুফরীর হুকুম প্রয়োগ করবে তার বিষয়টি জানা আর তা কুফরীর প্রকার জানার মাধ্যমে এবং ওই সকল কুফফারদের চেনার মাধ্যমে যাদেরকে কাফির না বললে অথবা তাদের কুফরীকে সন্দেহ পোষণ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। ওলামায়ে-কেরাম (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন যে, কাফিরকে কাফির মনে না করলে অথবা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করলে সে কাফির হয়ে যাবে। এটা কোন সাধারণ বিষয় নয় বরং এটি একটি বিস্তৃত বিষয়। আর যে ব্যক্তি এই ভঙ্গকারী বিষয়ের মৌলিক নীতিমালা জানবে না সে তাকফিরের ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির সম্মুখিন হবে।

● যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির আখ্যায়িত করবে না হয়ত সে তার অবস্থা জানে না ওই ব্যক্তির মত যে জানেনা যে, অমুক ব্যক্তি কুফরী কথা বলেছে অথবা কুফরী কাজ করেছে। তবে সে হলো ওজরগ্রস্থ ব্যক্তি । আর সে এই মূলনীতির মধ্যে পড়বে না। আর এটাকে বলা হয় অবস্থার অজ্ঞতা।

● অতঃপর যদি সে তার অবস্থা জানতে পারে তাহলে সে তাকে ওই কাফির দৃষ্টিতে দেখে থাকে, কাফির মনে করা হয়নি অথবা তার কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তার মতবাদকে সঠিক মনে করে।

ব্যবহারিক বা ভাষাগত দিক থেকে কুফফাররা দুই প্রকারঃ

একঃ প্রকৃত কাফির যাদেরকে মিল্লাতে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় না, কেননা তারা শাহাদাতাঈন উচ্চারণ করেনি। যেমন ইহুদি-খ্রিষ্টান, অগ্নিপুজক, হিন্দু এবং অনুরূপ যারা। এ সকল লোকদের যারা কাফির বলবে না অথবা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করবে সে কুফরী করবে। কেননা তাদের কুফরী কুরআন সুন্নাহ এবং দ্বীন ইসলামে আবশ্যকীয় জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরকে কাফির বলবে না হয়ত সে কুরআন সুন্নাহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী অথবা ইসলামের মূল ও হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ। ওই ব্যক্তির ইসলাম সহীহ হবে না। কেননা সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র আরকানসমূহের মধ্যে একটি আরকানকে ছেড়ে দিয়েছে আর তা হলো 'কুফর বিত তাগুত'।

আল্লাম আব্দুল্লাহ আব্বাতীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "সকল মুসলিমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন ওই ব্যক্তির কুফরীর ওপর, যে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাফির বলে না অথবা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে আর আমরা নিশ্চিত যে তাদের অধিকাংশ জাহেল।

(রিসালাতুল ইন্তিসর)

দুইঃ ইসলামের দিকে সম্পৃক্তকারী কাফির যে শাহাদাতাঈনের উচ্চারণ করে কিন্তু এমন কুফরী কাজ করে যা তাকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয়।

প্রকাশ্য ও গোপনীয় হওয়ার দিক থেকে এদের কুফরী কয়েক প্রকারে বিভক্ত হয়ে থাকেঃ

১। যার কুফরী প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট কুরআন এবং সুন্নাহে যার সুস্পষ্ট প্রমান রয়েছে ওই সকল মুশরিকদের মত যারা গায়রুল্লাহকে আহ্বান করে এবং তাদের ইবাদাত করে - এ সকল লোকদের আমল তাওহীদের মূলকে বিনষ্টকারী এবং সকল দিক থেকে তাওহীদ বিরোধী। যে তাদেরকে কাফির বলবে না, সে দুটি অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

● হয় সে মনে করবে তাদের কাজ সঠিক এবং তাদেরকে স্বীকৃতি দেবে, সে তাদের মতই কাফির। যদিও সে নিজে শিরক না করে কেননা সে শিরকী কাজকে সত্যায়ন করছে এবং স্বীকৃতি দিয়েছে। আর এটা কুফর, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

● অথবা সে বলবে তাদের কাজ কুফর এবং শিরক কিন্তু তাদেরকে কাফির বলবে না এই ব্যাখ্যা দিয়ে যে, তারা জানেনা। এই শ্রেণীর লোকদেরকে কাফির বলা যাবে না কেননা তারা তাদের কাজকে সঠিক বলেনি এবং সত্যায়ন করেনি বরং তাদের অজ্ঞতার ওজর পেশ করেছে সুতরাং তারা যে সন্দেহ উপস্থাপন করেছে -এর কারণে তাদেরকে কাফির বলা যাবে না। আর যখন তাদের সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যাবে তাহলে তারা তাকফিরের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। আর যে ব্যক্তি তার ইসলামকে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাবাস্ত করবে সে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত ইসলাম থেকে বের হবে না। আর ব্যাখ্যা (তাদের ওজর হিসেবে) প্রথমেই তাকে কাফির বলতে বাধা দেয় যতক্ষণ না পর্যন্ত সুস্পষ্ট প্রমানিত না হবে এবং সংশয় দূরীভূত না হবে। তারপরে যদি তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত না করে, তবে সে কুফরী করল।

আল্লামা সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বলেন, "কবর পুজারীদের কুফরীর ব্যাপারে যারা সন্দেহ পোষণ করে অথবা নিরবতা পালন করে অথবা অজ্ঞতার কথা বলে তাদের ব্যাপারেঃ যদি কেউ তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে অজ্ঞতা পেশ করে, যার ব্যাপারে কুরআন ও রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সুন্নাহ থেকে প্রমান রয়েছে তাহলে সে সকল আলেমদের ঐক্যমতে কাফির। কেননা যে কুফফারদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, সে কাফির।"

(আওছাকু-উরাল-ঈমান জিননা-মাজমুআতুত তাওহীদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১২০)

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল লতীফ আলে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "যে ব্যক্তি ইবাদতের কিছু বিষয় বান্দার জন্য সাব্যস্ত করবে অথবা এই বিশ্বাস করবে যে, যে ব্যক্তি

এর পাশে দাঁড়াবে তার জন্য হজ্ব করতে হবে না, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে কুফরী করেছে। আর যে এতে সন্দেহ পোষণ করবে তাকে অবশ্যই এই শিরক ও কুফরীর বিপক্ষে প্রমান পেশ করতে হবে এবং প্রমান করতে হবে যে এই পাথর গুলো আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সমতুল্য যার পাশে অবস্থান করা ইবাদাত । যদি এর বিরূদ্ধে দলিল প্রমানিত হয় এবং এর ওপর অটল থাকে তবে তার কুফরীতে কোন সন্দেহ নেই। (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, ১০/৪৪৩)

২। কুফরী সম্ভবত সন্দেহের জন্য। আর তা ওই বিচারকদের মতো যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করে। যাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্ট, যদিও তাদের নিকট কুফরী সুস্পষ্ট বা অকাট্য। কেননা সংশয়ের আগমন সম্ভাব্য। তাই তাদের যে কাফির বলবে না, তাদেরকে কাফির বলা যাবে না। যদি না তাদের বিরূদ্ধে দলিল প্রমাণিত না হয়, সংশয় স্পষ্ট ও দূরীভূত না হয় এবং জানা যায় যে, আল্লাহর বিধান তাদের নিকট রয়েছে; তবে সেটা কুফরী হবে।

৩। তাদের কুফরী ইজতিহাদগত বিষয় হবে যাতে মুসলিমদের মতানৈক্য রয়েছে সলাত পরিত্যাগ কারীর বিধানের মতো এবং অনুরূপ। নিশ্চয়ই এই মাসয়ালাটিতে কুফরী করা না দেখা গেলে, কাফির বলা যাবে না।

চতুর্থ ভঙ্গকারী বিষয়; যে বিশ্বাস করে রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিদায়েত ব্যতীত অন্য হিদায়েত বেশি পরিপূর্ণ অথবা তাঁর বিধান থেকে অন্য বিধান উত্তম যেমন ওই ব্যক্তির মতো, যে ত্বগুতি হুকুমকে তার হুকুমের ওপর অগ্রাধিকার দেয়, সে কাফির।

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জুমআর খুতবায় বলেন,

"অতঃপর, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়েত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিদায়েত।" (মুসলিম)

এটা জানা কথা যে নিশ্চয় দ্বীনুল ইসলাম দুটি মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত; কুরআন ও সুন্নাহ।

আর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিদায়েত দ্বীন এবং আমলের ব্যাখ্যা। সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করবে রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিদায়েত ব্যতীত অন্য হিদায়েত বেশি পরিপূর্ণ, সে দাবী করল ইসলাম ব্যতীত অন্য জীবন বিধান বেশি পুর্ণাঙ্গ। আর এটা মুসলিমদের ঐক্যমতে কুফর। আল্লাহ তা'আলা এই মতের ওপর করুণা করেছেন যে, "তাদের দ্বীনকে পুর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন এবং তাদের ওপর নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের ওপর তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, ইসলামকে তোমাদের দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে মনোনীত করে দিলাম।" (আল-মায়িদাঃ ০৩)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সবচে' পুর্ণাঙ্গ, সবচে' উত্তম ও সবচে' সহজ দ্বীন নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দ্বীনকে পৌঁছে দিয়েছেন,ব্যাখ্যা করেছেন এবং আমলে বাস্তবরূপ দিয়েছেন। সুতরাং তার হিদায়েত ই-দ্বীন। আর দ্বীন পরিপূর্ণ। সুতরাং -এর থেকে উত্তম ও পরিপূর্ণ দ্বীন ও হিদায়েত পাওয়া যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

"আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন (জীবনবিধান) হলো ইসলাম।"

(আল-ইমরানঃ ১৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) তালাশ করবে তা তার কাছ থেকে কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ দের অন্তর্ভূক্ত হবে।"

(আল ইমরানঃ ৮৫)

তিনি (লেখক) আরো বলেন, "যে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর বিধান থেকে অন্য বিধান উত্তম সে ওই ব্যক্তির মতো, যে আল্লাহর বিধানের উপরে তৃগুতের বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়। আর এই প্রসঙ্গটি যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া বিচার করা এবং আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচারকারী ব্যবহারীক দিক থেকে দুই প্রকারঃ

(১) তার বিচারের মূল উৎসই হলো শরি'য়াহ। এটা ব্যতীত অন্য কোন উৎস নেই। অতঃপর সে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরি'য়াহ বিরোধী ফয়সালা দেয়।

(২) সুস্পষ্ট শর'য়ী বিধানকে পরিবর্তন করে অন্য বিধান দ্বারা এবং সেই বিধানকেই তার স্থলাভিষিক্ত করে যার মাধ্যমে শর'য়ী বিধানকে অপ্রয়োজনীয়, গুরুত্বহীন মনে করে এবং তার স্থানে অন্য বিধান প্রণয়ন করে। চাই সেটা এক বা একাধিক সংবিধান হোক না কেন।

আর এই দুটি প্রকারের বিস্তারিত ব্যাখ্যাঃ

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "সকল বিধান বাদ দিয়ে আল্লাহর বিধান দিয়ে শাসন করা আল্লাহর বান্দাদের জন্য বেশি প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে যখন দুটি শাহাদাতের মধ্যে সমন্বয় হয়েছে যে, আল্লাহ তিনি একক ইলাহ তাঁর কোন শরীক নেই, আর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবলমাত্র অনুসরণীয় এবং আনীত বিধান দ্বারা ফয়সালাকারী। এটা ব্যতীত অন্য কোন কারণ জিহাদের তরবারী উম্মুক্ত হয় না। আর তার মাধ্যমেই সকল কাজ কর্ম এবং বিবাদের সময় মীমাংসা করা হয়।"

ইমাম শানকিতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং তার ইবাদতে শরীক করা একই জিনিস। উভয়ের মাঝে মূলত কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধানের অনুসরণ করবে এবং আল্লাহর শরি'য়াহ ব্যতীত অন্য শরি'য়াহর অনুসরণ করবে, সে ওই ব্যক্তির মতো, যে মূর্তির ইবাদাত করে এবং তাকে সিজদাহ করে। উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেকেই মুশরিক।"

(আজওয়াউল-বায়ান লিশ শানকিতি, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১০১)

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার করা কখনো কখনো কুফরে আকবার হয় যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এবং কখনো কুফরে আসগার হয় যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না। আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচারকারী নিম্নলিখিত অবস্থা থেকে মুক্ত নয়ঃ

(১) মূলত আল্লাহর বিধান ধারনকারী কিন্তু কোন একটি সমস্যা অথবা অনুরূপ বিষয়ে যেমন; ঘুষ, নিজ প্রবৃত্তি বা অন্য কোন কারণে আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করে।

(২) নিজেই কিছু আইন প্রণয়ন করা এবং তা দিয়ে স্বেচ্ছায় বিচার ফয়সালা করা।

(৩) অন্যান্য সংবিধান থেকে আইন গ্রহন করা এবং স্বেচ্ছায় তা দিয়ে বিচার ফয়সালা করা।

(৪) পূর্ববর্তী বিচারকের নিয়ম-কানুন দ্বারা স্বেচ্ছায় বিচার ফয়সালা করা।

(৫) আল্লাহর শরি'য়াহর বিরোধী আইন দ্বারা বাধ্য হয়ে বিচার ফয়সালা করা।

(৬) অজ্ঞতার কারনে আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করা।

*** প্রথম অবস্থাঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে।**

কোন সমস্যা ও অনুরূপ বিষয়ের কারণে ফয়সালা করে এটা জানার এবং স্বীকার করার পাশাপাশি যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা করা আবশ্যক। এটা জেনেও ঘুষ পাওয়ার কারণে অথবা নিজ প্রবৃত্তির কারণে শরি'য়াহর বিধান পরিত্যাগ করে, তবে সে পাপী। কিন্তু শরি'য়াহর হুকুমের পরিবর্তে অন্য কোন বিপরীত হুকুম জারী করে না। সুতরাং তার কুফরীটা হবে ছোট কুফর যা তাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেবে না।

আর এর ওপরই ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) -এর উক্তি প্রমান করে। কেননা তিনি বনী উমাইয়্যার শাসন আমলে অনুরূপ বলে ছিলেন।আর তারা শরীয়তের বিধান দিয়েই বিচার ফয়সালা করত কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিচারের ক্ষেত্রে যুলুম করত। কিন্তু তারা আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান রচনা করেনি যা মানুষদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছিল। সুতরাং রচিত বিধান প্রণিত হয়েছিল কেবলমাত্র তাঁতারীদের যুগে।

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল শাইখ বলেন, "অতঃপর, দ্বিতীয় প্রকার হলো, যে বিচারক আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করে না, তা হলো কুফরের দ্বিতীয় প্রকার। যা তাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না। যার তাফসীর ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) কর্তৃক পূর্ব উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।"

(আল-মায়িদাঃ ৪৪)

আর এটা উপরোক্ত প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। উল্লেখিত আয়াতের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে-

“কুফর দূনা কুফর।” অর্থাৎ এটা এমন কুফর, যা বড় কুফর নয়। অনুরূপ তার আরেকটি কথা,“তোমরা যে কুফরের দিকে যাচ্ছো তা সেই কুফর নয়।” আর এটা এজন্য যে,সেই বিচারক তার প্রবৃত্তি ও খেয়াল খুশির অনুসরণ করার কারনে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করে তার এই বিশ্বাস সত্ত্বেও যে,আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধানই মূলত এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার যোগ্য এবং এর পাশাপাশি সে এটাও জানে যে,সে ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং হিদায়েত থেকে দূরে। (আদ দুরারুস্নস সুনিয়া,১৬ খন্ড,পৃঃ ২৮)

তিনি আরো বলেন, এ ব্যাপারে বলা হয় যে, এটা ছোট কুফর যখন আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালা করে এই বিশ্বাস সত্ত্বেও যে, সে পাপী এবং আল্লাহর বিধানই যথার্থ। আর এটা তার পক্ষ থেকে একবার বা অনুরূপ সংখ্যক বার প্রকাশিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত বা ধারাবাহিকভাবে এটা করে, তবে সে কাফির। যদিও তারা বলে যে,আমরা ভুল করছি বা শরি’য়াহর বিধানই অধিক ন্যায়নিষ্ঠ, যুক্তিযুক্ত।

(ফাতওয়া মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম, ১২ খন্ড, ১২/২৭০)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালা করা বিচারকের অবস্থার অনুপাতে ছোট বড় দুই ধরনের কুফরীই বহন করে। প্রকৃতই বিচারক যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করা আবশ্যক কিন্তু সে করে না, তাহলে সে শাসিত্মর যোগ্য, তবে তা ছোট কুফর।”

(মাদারিজুস সালেহীন, ১/৩৩৬)

শাইখ ইবনু ইবরাহীমের কথায় লক্ষ্যনীয় বিষয়, “একবার বা অনুরূপ” এবং ইবনুল কায়্যিমের উক্তিতে লক্ষনীয় “প্রকৃতই”। সুতরাং এটা প্রমান করে যে, যদি বিচারক আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিচার দানে অটল এবং অবিচল থাকে তাহলে সে এই প্রকারের অর্থাৎ ছোট কুফরের আওতাভুক্ত হবে না বরং সে বড় কুফরের আওতাভূক্ত হবে।

*** দ্বিতীয় অবস্থাঃ আর তা হলো নিজে থেকে আইন তৈরী করা এবং স্বেচ্ছায় তা দ্বারা ফয়সালা করা।**

এটার ব্যাপারে হুকুম হলো, এটা কুফরে আকবর, যা তাকে মুসলিম মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়। আর এটা এজন্য যে, সে নিজের পক্ষ থেকে আইন রচনা করছে এবং এটা এজন্য যে, এ বিষয়ে আল্লাহ বিধান ও ফয়সালার বিসত্মারিত বর্ণনা করেছেন। এতদ্বসত্ত্বেও সে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করেছে এবং মানুষকে তার’টা মানতে বাধ্য

করেছে। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে সে-ও শরি'য়াহ প্রণয়ন করেছে এবং আল্লাহর রুবুবিয়াতে শরীক করেছে।

আর সে তার সংকীর্ণ ও ভ্রানত্ম মতামত কে আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমতুল্য গণ্য করেছে। আর এটা সবচে' বড় (ঈমান) ভঙ্গকারী বিষয়। লা ইলাহা ইল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহর সাক্ষ্যের।

*** আর তৃতীয় অবস্থাঃ অন্য কোন সংবিধান হতে আইন গ্রহন করে স্বেচ্ছায় তা দিয়ে বিচার করাঃ**

এর ব্যাপারেও হুকুম হলো, এটা কুফরে আকবার। কেননা সে অন্য আইন দ্বারা আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন করেছে এবং অন্য বিধানকে অগ্রাধিকার দিয়ে আল্লাহর বিধানকে প্রতিহত করেছে। সুতরাং এতে কোন প্রার্থক্য নেই যে এই আইন নিজে তৈরী করুক অথবা রহিত কোন গ্রন্থ থেকে অথবা অন্য কোন সংবিধান থেকে গ্রহণ করুক, প্রত্যেকটিই হবে শিরক। কেননা সে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে অন্য বিধানকে তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মানুষের মাঝে বাস্তবায়ন করেছে।

*** চতুর্থ অবস্থাঃ যে পূর্ববর্তী বিচারকের আইন দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে বিচার করেঃ**

এর ব্যাপারেও বিধান হলো, এটা কুফরে আকবার। কেননা আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান প্রবর্তন করলেই কুফর হবে, তা তার নিজের রচিত হোক অথবা অন্য কারো হোক।

*** পঞ্চম অবস্থাঃ বাধ্য অবস্থায় আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে বিচার করাঃ**

আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালাকারী যদি দাবী করে যে,সে বাধ্য তাহলে নিম্নলিখিত কারণে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

(১) কেননা তার জন্য আবশ্যক নয় যে,সে মুসলিমদের বিচারক হবে। বরং তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে সে বিচারকের পদ পরিত্যাগ করবে। আর যদি সে মনে করে যে, সে বাধ্য বিচারকের পদ গ্রহন করতে, তবে সে এই বৃহৎ কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার চাইতে নিহত হওয়াকে অগ্রাধিকার দেবে। কেননা তার নিহত হওয়ার ক্ষতির তুলনায় আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে মানুষের মাঝে ফায়সালা বিধানের অধীন করা বেশি মারাত্মক। তার নিহত হওয়ার মাঝেই ক্ষতিটি সীমাবদ্ধ কিন্তু গাইরুল্লার বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করার ক্ষতি আরো ব্যাপক।

শাইখ সুলাইমিন বিন সাহমান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “যদি সকল শহরবাসী এবং গ্রামবাসীকেও হত্যা করা'টা নিশ্চিত হয়। তবে তা একজন ত্বাগুতকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার চাইতে সহজ হবে, যে ইসলামের শরি'য়াহর বিপরীতে বিধান দেয়। যার জন্য আল্লাহ তাঁর রসূলদের পাঠিয়েছেন।”

(২) যে তার কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা হারিয়েছে, তবুও তার অন্য কারও বিধান দিয়ে ফয়সালা দেওয়া বৈধ হবে না, যদিও সে নিজে বিধান প্রণয়ন না করে।

(৩) তাঁর (আল্লাহর) শরি'য়াহ ব্যতীত অন্যের বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করা মানুষদের কুফরীতে পতিত করার মাধ্যম, আর মানুষ যদি শরি'য়াহ বিরোধী বিধানে সন্তুষ্ট থাকে এবং ত্বগুতের কাছে বিচার নিয়ে যায় তাহলে তারা কুফরীতে পতিত হবে। দ্বীনের ভিতরে এমন ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যা করা অপেক্ষা বেশি মারাত্মক।

(৪) শরি'য়াহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা ইবাদাত এবং শরি'য়াহর কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়াও ইবাদাত। সুতরাং মানুষকে গায়রুল্লাহর ইবাদাতের জন্য এবং তার কাছে নতি স্বীকার করতে ও মেনে নিতে বাধ্য করা যাবে না।

ষষ্ঠ অবস্থাঃ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর শরি'য়াহ বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করাঃ

এই হুকুমটি আরোপের পূর্বে অবশ্যই তোমাকে জানতে হবে যে, অজ্ঞতা তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক সমূহের অন্যতম একটি প্রতিবন্ধক। কিন্তু এটি ব্যাপকভাবে নয়। কেননা অজ্ঞতা ওই ব্যক্তির জন্য যেমন- যে ইলম ও আমল থেকে দূরবতী স্থানে অবস্থান করে অথবা নতুন মুসলিম এবং সে জানে না কিসে কুফর হয়।

অন্যথায় যদি সে মূর্খতা দূর করতে সক্ষম হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে সে নিশ্চুপ থাকে, তবে সে ওজরগ্রস্থ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে না।

শাইখুল ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) তর্কবিদদের প্রতিবাদে বলেন, “আল্লাহ তা'আলার দলীল তাঁর রসূলদের মাধ্যমে জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং যারা জ্ঞানের শর্তারোপ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলীল তাদের নেই। আর এজন্যই কাফিরদের কুরআন শুনা থেকে বিমুখতা ও তা গবেষনা থেকে বিরত থাকার কারণে তাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর দলীল প্রতিষ্ঠিত করার কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। অনুরূপভাবে যখন কুফরী পাওয়া যায়, তখন নবী (আলাইহিস সালাম) -দের কথা ও তাদের জীবনী পাঠ থেকে বিমুখতা, অজ্ঞতা তাদের বিরূদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠিত করতে বাধা দেয় না।” (মাজমু আল-ফাতওয়াঃ **১/১১২-১১৩** পৃঃ)

সতর্কতাঃ কুফরকারীর ক্ষেত্রে কুফরের হুকুম দেওয়ার জন্য বিষয়টি কুফর কিনা তা জানা শর্ত নয়। কেবলমাত্র এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা নিষেধ করেছেন।

সুতরাং যখন মানুষ জানবে আল্লাহ কোন বিষয়কে হারাম করেছেন যদিও সে জানে না, তা কুফর, তবে সে তা বাস্তবায়নের কারনে কুফরী করবে। যদিও সে না জানে তা করা কুফরী। আর এই বিষয়ে অনেক দলীল রয়েছে তার মধ্য থেকে কিছু নিম্নে দেয়া হলোঃ

✓ নিশ্চয়ই যারা সাহাবীদেরকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে এটা জানা সত্ত্বেও যে, তা হারাম। কিন্তু তারা জানে না তা কুফর। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে কুফরীর হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ﴿٦٥﴾

لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴿٦٦﴾

(৬৫) "তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, তারা বলবে, 'আমরা তো একটু অযথা কথাবার্তা ও হাসি কৌতুক করছিলাম মাত্র', তুমি (তাদেরকে) বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ তা'আলা, তার আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? (৬৬) তোমরা দোষ ছড়ানোর চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা পুণরায় কাফির হয়ে গিয়েছিলে।"

(আত-তাওবাঃ ৬৫-৬৬)

✓ সালামাহ ইবনু ছখর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) জানতেন, রমযানের দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস হারাম কিন্তু তিনি এটা জানতেন না যে, এর জন্য কাফফারা আবশ্যক হয়। যখন তিনি তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট এলেন এবং জানালেন, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য কাফফারাকে আবশ্যক করে দিলেন। তার না জানার কারণে ছেড়ে দেননি।

পঞ্চম ভঙ্গকারী বিষয়; যে রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর আনীত বিধানের কোন কিছুকে ঘৃণা করে, যদিও সে এটা আমল করে, তবে সে কুফরী করল।

আর এটা সকল উলামায়ে কেরামের ঐক্যমত যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের ওপর অবতীর্ণ বিষয়সমূহ অপছন্দকারীকে কাফির আখ্যায়িত করেছেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴿٩﴾

(৮) "যারা কুফরী করেছে তাদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। (৯) এটা এজন্যে যে,আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।" (মুহাম্মদঃ ৮-৯)

এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর আনীত কোন বিষয়কে ঘৃণা করা, তা কথা বা কাজে যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তা বিশ্বাসগত নিফাকের অনর্ন্তভূক্ত। যে নিফাক একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামের তলদেশ বাসীদের অনর্ন্তভূক্ত করে দেয়।

দ্বীনের কোন বিষয়কে ঘৃণা করার দুটি রূপঃ

১। শরি'য়াহর বিষয় হওয়ার কারণে দ্বীনের কোন বিষয়কে ঘৃণা করা, তাহলে তা কুফর।

২। দ্বীনের কোন বিষয়কে ঘৃণা করা শরি'য়াহর বিধান হওয়ার কারণে নয় বরং সে তা ঘৃণা করে তার স্বভাবগত কারণে; তা সত্য, জানা ও স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও, যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের ওপর ক্বিতাল ফরয করা হয়েছে যদিও তোমাদের নিকট তা অপছন্দনীয়।" আর তা অপছন্দনীয়, কারণ তার মধ্যে কিছু কষ্টকর বিষয় রয়েছে এবং সে ওই ব্যক্তির মতো যে যাকাত দিতে অপছন্দ করে তার কৃপনতার জন্য, শর'য়ী হুকুমের প্রতি ঘৃণা বশত নয়। আর এ ধরনের বিষয়কে কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় না।

ষষ্ঠ ভঙ্গকারী বিষয়; রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দ্বীনের কোন বিষয়, কোন প্রতিদান নিয়ে অথবা শাসিত্মকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে।

এর দলীলঃ আল্লাহ তা’আলার বাণী,

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴿٦٥﴾

لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿٦٦﴾

(৬৫) “আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তবে তারা বলবে, ‘আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাসা করছিলাম’। তুমি বলে দাও, ‘আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি হাসি-তামাসা করছিলে?’ (৬৬) তোমরা এখন (বাজে) ওযর দেখিও না, তোমরা তো নিজেদেরকে মুমিন প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ।” (আত-তাওবাঃ ৬৫-৬৬)

রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর আনীত কোন বিষয়কে ঠাট্টা করা, সকল মুসলিমদের ঐক্যমতে কূফর; যদিও তা প্রকৃতপক্ষে ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে না হয়, যেমন- মজা করে কোন কথা বলা। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শাইখ সহ অন্যান্যরা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণনা করেন,“একজন ব্যক্তি কোন এক মজলিসে তাবূক যূদ্ধ সম্পর্কে বলল, ‘এই লোকদের মতো পলায়ন কারী, অধিক মিথ্যাবাদী, অধিক পেটুক, যুদ্ধের ময়দানে অত্যাধিক কাপুরূষ কাউকে দেখিনি’। তখন ওই মজলিসে এক ব্যক্তি বলল, ‘তুমি মিথ্যাবাদী, কেননা তুমি মুনাফিক। আমি অবশ্যই রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে এ ব্যাপারে বলে দেব’। অতঃপর সে রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে সংবাদ দিল। অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হলো। আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, ‘অতঃপর আমি ওই মুনাফিককে রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর উটের রশ্মির সাথে ঝুলনত্ম দেখতে পেলাম এবং পাথর তাকে ক্ষতবিক্ষত করছিল। এমতাবস্থায় সে বলছিল, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমরা কেবল মাত্র খেল-তামাশা করছিলাম’। রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছিলেন,“তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত এবং তাঁর রসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে?”

সুতরাং তাদের উক্তি “আমরা কেবল মাত্র খেল-তামাশা করছিলাম” অর্থাৎ আমরা প্রকৃত অর্থে ঠাট্টা করছিলাম না বরং আমরা কেবল মাত্র মজা করছিলাম, যাতে দ্রম্নত পথ চলা যায়। বেশ কিছু হাদিসের বর্ণনায় এসেছে, তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন। কেননা এ ক্ষেত্রে কোন ঠাট্টা-মস্করা চলে না। তারা এ কথার মাধ্যমে কুফরী করেছিল। যদিও ইতিপূর্বে তারা মুমিন ছিল।

আর ঠাট্টা দু’ধরনের হয়ে থাকেঃ-

১। দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে ওই ব্যক্তির মতো ঠাট্টা করা; যে সলাত, আযান বা অনুরূপ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করে, যে সকল বিষয়গুলো দ্বীনের সুস্পষ্ট প্রতীক। এমন হলে তাহলে তা কুফর।

২। ওই ব্যক্তিকে ঠাট্টা করা, যে সুন্নাহর অনুসরণ করে ও শরি'য়াহর আমল করে। তাহলে এটার ক্ষেত্রে দুটি অবস্থা-

(ক) এটা সুন্নাহ ও শর'য়ী বিষয় জেনেও যে তাকে ঠাট্টা করে। এক্ষেত্রে তা দ্বীনকে ঠাট্টা করা হবে। আর এটা কুফর।

(খ) কোন ব্যক্তিকে নিয়ে ঠাট্টা করা, তার মধ্যে থাকা দ্বীন ও সুন্নাহকে নিয়ে নয়। এটা ফিসক, কুফর নয়।

<u>একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তাঃ</u> প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক আল্লাহর দ্বীন এবং রসূলের আনীত বিধানের ঠাট্টাকারীকে কঠোর ভাবে ধরা। যদিও সে তার নিকট আত্মীয় লোক হয়। আর তাদের সাথে বসা যাবে না, যাতে করে সে তাদের অনন্তর্ভূক্ত না হয়ে যায়।

যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

"এবং নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের গ্রন্থের মধ্যে নির্দেশ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর নিদর্শন-সমূহের প্রতি অবিশ্বাস করতে এবং তাঁর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুনবে, তখন তাদের সাথে বসবে না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে; অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সমসত্ম মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" (আন-নিসাঃ ১৪০)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করতে ও ঠাট্টা করতে শুনে, অথচ সে তাদের সঙ্গে বসে থাকে এবং পৃথক হয় না, তবে সে তাদের মতোই কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ

অর্থাৎ তাদের সংশয় এবং দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ।

সপ্তম ভঙ্গকারী বিষয়; যাদু করা এবং -এর মাধ্যমে কারো উপকার অথবা ক্ষতি করা। যে তা করবে বা এতে সন্তুষ্ট থাকবে, সে কুফরী করবে।

আল্লাহর বাণী,

وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ

"তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করত এবং তাঁরা (ফেরেশতারা) আল্লাহ্র আদেশ ব্যতীত তা দ্বারা কারও অনিষ্ট সাধন করতে পারতো না এবং তারা তাই-ই শিক্ষা করেছে, যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত হয় না।" (সূরা বাকারাঃ ১০২)

যাদুঃ শাব্দিক অর্থে যার কারণ সূক্ষ্ম ও গোপনীয় তাকে যাদু বলে।

শরি'য়াহর পরিভাষায়ঃ এমন কিছু গিট ও ঝাড় ফূঁক করা, যা শয়তানের সাহায্য নিয়ে যাদুকর, যাদুগ্রসত্ম ব্যক্তির ক্ষতির উদ্দেশ্যে করে থাকে এবং এর সাথে অন্যান্য অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে।

ইমাম শানকীতি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "জেনে রাখো নিশ্চয়ই যাদু পরিপূর্ণ সীমারেখায় পৌঁছাতে সক্ষম হয় না। তার অন্তভুক্ত বিভিন্ন প্রকার সমূহের কারণে। এবং তার মাঝে অনত্মর্নিহিত ক্ষমতার জন্য এবং তার বিপক্ষের বিরূদ্ধে পরিপূর্ণভাবে যথার্থ হতে পারে না। আর এক্ষেত্রে আলেমদের উক্তির বিসত্মৃত মতবিরোধ রয়েছে।"

* যাদুর বাসত্মবতা রয়েছে। আর এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহর মত। যা মু'তাযিলাদের বিপরীত।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "সলাফ এবং সাহাবীদের পরম্পরই যা বর্ণিত হয়েছে, এটা তার বিপরীত । ফুকাহা মুহাদ্দিস, মুফাস্সির সহ সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন এবং সাধারণ বিবেকবানরাও জানে যে, যাদু হলো তা, যা রোগব্যাধি, সংকট, সমাধান, বন্ধন, ভালবাসা, ঘৃণা ও বশিভূতকরণ সহ অন্যান্য বিষয়ে বিসত্মার করে থাকে।

(বাদাইউল ফাওয়ায়েদ ২/২২৭)

উপকার ও অপকার করাঃ

কারো স্বভাবগত অথবা স্বভাব বিরোধী কাজ করাঃ

স্বভাবগতঃ এটাও যাদুর মাধ্যমে পরিবর্তন করার মতো কিন্তু এটা হল কোন ব্যক্তিকে শয়তানী পদ্ধতিতে কোন কিছুর ভালবাসায় ধাবিত করা, যা সে চায় না।

স্বভাব বিরোধীঃ কোন ব্যক্তি যা চায়, তা হতে দূরে রাখা। যেমন কেউ তাঁর স্ত্রীকে ভালবাসে, সেই ভালবাসাকে ঘৃণায় পরিবর্তন করা।

✓ যাদুকরের বিধান; উলামায়ে কেরামের মতে যাদুকর কাফির কিনা?

তাঁরা এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) -এর উক্তিতে বুঝা যায় যে, তাকে কাফির বলা হবে। আল্লাহর বাণী, "আর তাঁরা কাউকে (যাদু) শিক্ষা দিত না যতক্ষন না বলত যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী করো না।" এটাই ইমাম আহমাদ ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) এবং অধিকাংশ আলেমদের মত।

ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "যদি কোন যাদুকরকে পাওয়া যায় তবে তাকে পেশ করতে বলা হবে। তা যদি কুফরীর পর্যায়ে পৌঁছে, তবে তাকে কাফির বলা হবে। আর যদি তা কুফরীর পর্যায়ে না পৌঁছে, তবে তাকে কাফির বলা যাবে না।"

আল্লামা শানকিতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "এই বিষয়ে প্রকৃত কথা হলো,

যদি যাদুতে গাইরুল্লাহকে বড় করা হয়, যেমন- তারকা, জ্বীন, এবং অন্যান্য বিষয়, যা কুফরীর দিকে ধাবিত করে তাহলে তা কোন মতবিরোধ ছাড়ায় কুফর। আর এই প্রকারের যাদু যা হারূমত ও মারূমতের ব্যাপারে সুরা আা-বাকারাতে বর্ণিত হয়েছে। এটা নিশ্চিত কুফর যাতে কোন সংশয় নেই। যেমনঃ আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

"আর সুলাইমান কুফরী করে নি কিন্তু শয়তানেরা কুফরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।"

আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ

"আর তারা একথা না বলে কাউকে যাদু শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরিক্ষাস্বরূপ, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না।"

আল্লাহ আরও বলেন,

وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ

"তারা অবশ্যই জানত, যে তা গ্রহন করবে আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না।"

(আল-বাকারাঃ ১০২)

আল্লাহর বাণীঃ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

"আর যাদুকর যা করে থাকে, তার দ্বারা কখনো সে সফলতা লাভ করতে পারবে না।" (ত্ব-হাঃ ৬৯)

আর যাদু যদি কুফরী পর্যায়ে না পৌঁছায়, যেমনঃ বিশেষ কোন বস্তুর দ্বারা সাহায্য চাওয়া বা অনুরূপ ভাষা, যদিও তা ওই ব্যক্তিকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয় না, তবুও তা

হারাম হবে। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই প্রত্যেক যাদুকর উল্লেখিত উভয় অবস্থাতেই হত্যার যোগ্য, আর এটাই সঠিক কথা। কেননা সে যমীনের বুকে ফিৎনা সৃষ্টিকারী, এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়। সুতরাং যমীনের বুকে তার বেঁচে থাকাটা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য বড় বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। তাই তাকে হত্যা করার মধ্যেই রয়েছে ফিৎনা নির্মূল ও তার ক্ষতি থেকে আল্লাহর বান্দাদের ও ভূমির নিষ্কৃতি লাভ।

বাজালা ইবনে আবদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি জুজ ইবনে মুআবিয়ার লেখক ছিলাম। অতঃপর আমাদের নিকট উমর ইবনুল খাত্তাবের চিঠি আসল যে, প্রত্যেক যাদুকর এবং যাদুকারিণীকে হত্যা করো। তিনি বলেন, আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করেছিলাম।"

আর যাদুকরদের হত্যা করার ব্যাপারে সাহাবীদের ভেতরে কোন মতবিরোধ ছিলো না।

✓ **যাদু প্রতিরোধের হুকুমঃ** আর তা হলো, যাদুগ্রস্থ ব্যক্তিকে যাদু মুক্ত করা।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "যাদুগ্রস্থকে যাদু মুক্ত করা দুই প্রকার। যথাঃ

(১) অনুরূপ যাদুর মাধ্যমে যাদু মুক্ত করা। আর তা হচ্ছে শয়তানের কাজ। এটার ক্ষেত্রেই হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "যাদুকরের জন্যই কেবল যাদু প্রযোজ্য।

সুতরাং যাদু প্রতিরোধকারী ও যাদু প্রতিরোধকৃত ব্যক্তি শয়তানের নিকট শয়তান যা ভালবাসে তাই পেশ করে, ফলে সে যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির ওপর তার প্রভাব উঠিয়ে নেয়।

(২) ঝাঁড়ফুক, দুয়া-দরূদ ও চিকিৎসার মাধ্যমে যাদু প্রতিরোধ করা; আর তা জায়েয।

* "যাদুকর, গণক ও জ্যোতিষীদের নিকট কোন কিছু প্রশ্ন করার জন্য যাওয়া, কোন প্রকার সত্যায়ন করা ব্যতীত, তা কবিরা গুনাহ। আর যে এমনটি করবে, চল্লিশ দিন তার সলাত কবুল হবে না।" রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি গণকের কাছে যাবে এবং তাকে কোন কিছু প্রশ্ন করবে, চল্লিশ দিন তার সলাত কবুল হবে না।" (সহীহ মুসলিম)

আর যদি তাদেরকে প্রশ্ন করে এবং সত্যায়ন করে, তবে সে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ওপর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করল।

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি যাদুকর বা গণকের কাছে যাবে এবং তার কথা বিশ্বাস করবে তাহলে সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ওপর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করল।" (মুসনাদে হাকীম, সনদ সহীহ)

অষ্টম ভঙ্গকারী বিষয়; মুসলিমদের বিরূদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেওয়া এবং তাদেরকে সাহায্য করাঃ

দলীলঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী কওমকে সুপথ প্রদর্শন করেন না।"

(আল-মায়িদাঃ ৫১)

ইমাম ইবন হাযম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আর এটা সুস্পষ্ট যে, সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হবে, আর এটাই সত্য। এ ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্য থেকে দু'জন ব্যক্তিও মতবিরোধ করেনি।" (আল মাহাল্লি, ১১ খন্ড, পৃঃ ৭১)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর মাজমুউল ফাতওয়ার ১৮ খন্ডের ৩০০ পৃষ্ঠায় এই আয়াতের পরে বলেন, {"হে ঈমানদার'রা তোমরা ইহুদি খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।"} থেকে এ আয়াত পর্যন্ত {হে ঈমানদার'রা তোমাদের মধ্য থেকে যারা দ্বীন থেকে ফিরে যাবে....}: ইহুদি খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করতে যাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাদেরকেও এই আয়াতে মুরতাদ বলা হয়েছে। এটা জানা বিষয় যে, তা উম্মতের সকল যুগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে, যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভূক্ত এবং তারা মুরতাদ; এটা বলার পর তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তারা ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না বরং আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি নতুন একটি জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তাঁরাও আল্লাহকে ভালবাসবে আর তাঁরা কাফিরদের বাদ দিয়ে মু'মিনদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তাঁরা আল্লাহর রাসত্মায় জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবে না'। অনুরূপ যেমন, আল্লাহ শুরম্নতেই বলেন, যদি এরা এটাকে অস্বীকার করে তবে আল্লাহ তা'আলা এদের পরিবর্তে এমন একটি জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। সুতরাং এসকল লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতে পারে নি। তারা ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তৈরি করবেন যারা রসূলের আনীত বিধানের ওপর ঈমান এনে তাঁর দ্বীনকে কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্য করবে।"

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা অথবা মুসলিমদের বিরূদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেয়া। এক্ষেত্রে যদিও সে শিরক করে না। নিশ্চয়ই একজন মুসলিমের নিশ্চিত কাফির হওয়ার ব্যাপারে উক্ত দলীল-প্রমাণাদি

যথেষ্ট। যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং নির্ভযোগ্য আলেমদের কথা দ্বারা প্রমাণিত। (আর রাসায়েলুস শাকসিয়্যা, পৃঃ ২৭২)

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল লতিফ আলে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "যে ব্যক্তি মুসলিমদের ওপর তাদের (কাফিরদের) প্রাধান্য দেবে এবং যেকোন সহযোগীতা করবে, তাহলে তা হবে সুস্পষ্ট ধর্মত্যাগ।" (দুরার আস সানিয়্যাহ, ১০/৪২৯)

নবম ভঙ্গকারী বিষয়ঃ যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করে যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর শরি'য়াহ হতে কারো বের হওয়ার সুযোগ আছে, যেমন, মুসা ('আলাইহিস সালাম) -এর শরি'য়াহ হতে খিযির ('আলাইহিস সালাম) বাইরে ছিলেন, তাহলে সে কাফির।

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

"আর এটাই আমার সহজ-সরল পথ। তোমরা এ পথেই চলো এবং অন্য পথে চলো না। কারণ তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।"

(আল-আনয়ামঃ ১৫৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করে, তা কখনোই তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অনন্তর্ভুক্ত হবে।"

(আল-ইমরানঃ ৮৫)

রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দ্বীন সকল দ্বীনকে এবং তাঁর কিতাব সকল কিতাবকে (গ্রন্থকে) রহিত করে দিয়েছে। আর তাঁকে সকল মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং যে তাঁর অনুসরন-অনুকরন করবে না, সে দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট এবং আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ।

ইমাম নাসায়ী-সহ অন্যান্য ইমামগন রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, "রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন উমার (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) -এর হাতে তাওরাতের একটি পাতা দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব এখনো কি সংশয়ে রয়েছ? আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট-স্বচ্ছ বিধান নিয়ে এসেছি। ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আজ যদি মুসা ('আলাইহিস সালাম) জীবিত থাকতেন আমার অনুসরন করা ব্যতীত তাঁর কোন উপায় থাকত না।"

(আহমাদ, বায়হাকী; সনদ হাসান)

দশম ভঙ্গকারী বিষয়ঃ দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং তা না জানা ও সে অনুযায়ী আমল না করা।

আল্লাহর বাণীঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

“তার চাইতে বড় যালেম আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তিকে তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা নসীহত করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে ফিরে আসে। (আস-সাজদাহঃ ২২)

দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া, যা ইসলাম ভঙ্গের বিষয়ঃ তা হলো দ্বীনের মৌলিক বিষয় না জানা, যার দ্বারা মূলত একজন ব্যক্তি মুসলিম হয়। কিন্তু যদি দ্বীনের বিসত্মৃত বিষয় না জানে, তবে সমস্যা নেই। কেননা তা আলেম হওয়া ব্যতীত জানা সম্ভব নয়।

শাইখ সুলাইমান বিন সামহান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “মানুষ কাফির হয় না, যতক্ষন না সে দ্বীনের কেবলমাত্র ওয়াজিব ও মুসতাহাব বিষয় ছাড়া ওই সমস্ত মৌলিক বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, যা অর্জনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মুসলিম হয়।”

শাইখের উক্তি, [ওয়াজিব ও মুসতাহাব বিষয় পরিত্যাগ করা] -এর অর্থ হলো, কিছু ওয়াজিব পরিত্যাগ করা, যা পাপ কিন্তু কুফরী নয়। তবে ব্যাপক ভাবে কোন ইবাদাত একেবারেই পরিত্যাগ করা নয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ -এর নিকট কোন আমলের মূল তথা আমল একেবারে ছেড়ে দেয়া কুফরী। যেমন, সলাত একেবারে ছেড়ে দেয়া, যা অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈনদের মত যে, এটা কুফরী।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) “মাদারিজুস সালিকীন” গ্রন্থে বলেন, “কুফরে আকবার পাঁচ প্রকার।”

অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেন এবং বলেন, আর দ্বীন হতে বিমুখতার কুফরী হয়ে থাকে শোনার মাধ্যমে এবং বলার মাধ্যমে। আর তা হলো তাঁকে সত্যায়ন বা মিথ্যা না বলা অথবা ভালবাসা কিংবা শত্রম্নতা কিছুই না করা এবং তিনি সুস্পষ্ট যে বিধান নিয়ে এসেছেন তার দিকে আকৃষ্ট না হওয়া। এই দ্বীন থেকে এমন বিমুখতার বর্ণনা তোমার কাছে বর্তমান ও অতীতের অসংখ্য কবর পূজারীদের ব্যাপারে বিধান স্পষ্ট করে দেবে। তারা রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর আনীত দ্বীন থেকে তাদের কান ও অনত্মর পুরোপুরি সরিয়ে নিয়েছে। ফলে উপদেশ দাতা বা সত্যপথ প্রদর্শনকারীর নাসিহাহ বা দিকনির্দেশনার প্রতি তারা কোন ভ্রক্ষেপই করে না। এরাই দ্বীন বিমুখ কুফ্ফারদের জ্বলন্ত উদাহরণ।”

আল্লাহ বলেন, “আর যারা কাফির তারা সতর্ককৃত বিষয় থেকে বিমুখ।”

পরিচ্ছেদ

বাধ্য করা ব্যতীত ভয়ে, ইচ্ছায় অথবা কৌতুক করে কুফরী করার মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

দলীলঃ আল্লাহর বাণীঃ

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ﴿١٠٧﴾

"যে ব্যক্তি একবার ঈমান আনার পর কুফরী করে, যদি তাকে বাধ্য করা হয় অথচ তার অনত্মর ঈমানের ওপর সনত্মষ্ট থাকে (তাহলে আল্লাহ তা'আলা হয়ত তাকে মাফ করে দেবেন) কিন্তু যে তার অনত্মরকে কুফরীর জন্যে উম্মুক্ত করে রাখে, তার ওপর আল্লাহর গজব; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাসিত্ম। এটা এই জন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে।" (আন-নাহলঃ ১০৬-১০৭)

আল্লাহ তা'আলা এই জায়গাতে 'বাধ্য তবে অনত্মর ঈমানে পূর্ণ' এই এক ওজর ছাড়া অন্য কোনকিছু উল্লেখ করেন নি। সুতরাং এই বাধ্য করা ব্যতীত কেউ কোন ভয়, স্ব-ইচ্ছায়, তোষামোদ করে বা দেশ, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, অথবা সম্পদের জন্য, মজা করার জন্য -সহ এরূপ অন্য কোন উদ্দেশ্য কুফরী করে, তাহলে তা ঈমান আনার পর কুফরী করা হবে। এ আয়াতটি দুটি দিক থেকে প্রমাণ করে।

১মঃ "কেবল মাত্র যাকে বাধ্য করা হয়" এখানে আল্লাহ শুধুমাত্র বাধ্য করার বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক মানুষ জানে বাধ্য করা কেবল মুখে ও কাজে হয়, কারো অনত্মরের আক্বিদাহতে কোন প্রকার বাধ্য করা যায় না।

২য়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "তা এই জন্য যে তারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে।"

সুতরাং এখান থেকে সুস্পষ্ট যে, এই কুফর এবং আযাব, বিশ্বাস বা অজ্ঞতা বা দ্বীনকে ঘৃণার জন্য অথবা কুফরকে ভালবাসার জন্য নয় বরং দুনিয়ার কোন একটি বিষয়কে সে দ্বীনের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে এই জন্য। আল্লাহ ভালো জানেন।

পরিচ্ছেদ

কুফর দু'প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। তা আবার পাঁচ প্রকার।

(১) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফরঃ

দলীলঃ আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

"তার চাইতে বড় যালেম আর কে হতে পারে যে (স্বয়ং) আল্লাহ তা'আলার ওপরই মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথবা তার কাছে যখন সত্য এসে যায় তখন তা অস্বীকার করে; (হে নবী) এমন ধরনের অস্বীকারকারীর জন্য জাহান্নামই কি আশ্রয়স্থল (হওয়া উচিত) নয়?" (আনকাবুতঃ ৬৮)

সুতরাং কুরআন অথবা কুরআনের কিছু অংশ যদিও তা একটি আয়াত হোক অথবা প্রমাণিত সহীহ সুন্নাহ হোক, যে একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তবে তা হবে কুফরে আকবার, যা তাকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

(২) সত্যায়ন করা বা বিশ্বাস করার পাশাপাশি অহংকার করে বিরত থাকার কুফরঃ

দলীলঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

"আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাদের বললেন তোমরা আদমকে সিজদা করো, অতঃপর তাঁরা আদমের সামনে সিজদা করল শুধু ইবলিশ ব্যতীত; সে সিজদা করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল, তাই সে নাফরমানদের দলে শামিল হয়ে গেল।"

(আল-বাকারাঃ ৩৪)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করতে অথবা রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর অনুসরণ করতে অহংকার প্রদর্শন করবে, সে কাফির এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কৃত।

(৩) সন্দেহ পোষণের কুফরঃ

দলীলঃ আল্লাহর বাণী,

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا﴿٣٧﴾ لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴿٣٨﴾

(৩৫) "নিজের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে করতে সে নিজের বাগানে গিয়ে প্রবেশ করল এবং বলল, আমি ভাবতেই পারছি না এই বাগান নিঃশেষ হয়ে যাবে! (৩৬) আমি মনে করি না একদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমাকে যদি আমার রবের সামনে ফিরিয়ে নেয়াও হয় তাহলে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কোন কিছু আমি পাবো। (৩৭) সে সাথীটি যে তার সাথে কথা বলছিল সে বলল, তুমি কি সত্যিই সে মহান সত্যকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে মাটি থেকে অতঃপর শুক্রকণা থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরিশেষে তিনি তোমাকে মানুষের আকৃতিতে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। (৩৮) কিন্তু সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন আমার রব এবং আমার রবের সাথে আমি কাউকে শরীক করি না।"

(আল-কাহফঃ ৩৫-৩৮)

সুতরাং যে দ্বীনের কোন বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে অথচ সে জানে যে, তা দ্বীনের জরম্নরি বিষয়, তাহলে সে কুফরী করবে। তবে যে নতুন মুসলিম হয়েছে, শরি'য়াহর বিষয়গুলো জানে না অথবা দূরবর্তী কোথাও অবস্থান করে, যেখানে ইলম ও আলেম নেই, ফলে তার পক্ষে জ্ঞান অর্জন করে মূর্খতা দূর করা সম্ভব নয়, সে ব্যতীত।

(৪) বিমুখতার কুফরঃ

দলীলঃ আল্লাহর বাণী,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ

"অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা যেসব জিনিস দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (আল-আহকাফঃ ৩)

আর যার বিসত্মৃত বিবরণ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) কপটতা বা নিফাকের কুফরঃ

দলীলঃ আল্লাহর বাণী,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

"এটা এ কারণেই যে, এরা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করেছে, ফলে তাদের অন্তরে সীল মেরে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারছে না। (আল-মুনাফিকুনঃ ৩)

আর নিফাক হচ্ছে ঈমান প্রকাশ করা ও কুফরীকে গোপন করা।

কুফরীর দ্বিতীয় প্রকারঃ যা কুফরে আসগর বা ছোট কুফর।

যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না। তা ওই সকল বিষয়, যা শরি'য়াহর কুফর হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে কিন্তু বড় কুফরের সীমায় পৌঁছায় নি। যেমন- নিয়ামতে কুফর।

আল্লাহর বাণীঃ

وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ

"আল্লাহ তা'আলা এমন একটি জনপদের উদাহরণ উপস্থাপন করছেন যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, চারদিক থেকে তাদের কাছে প্রচুর রিযিক আসত, অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করল, ফলে তারা যে আচরণ করত, তার শাসিত্ম হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাদের ডুগুধা ও ভীতির পোশাক পরিয়ে শাসিত্ম দিলেন।" (আন-নাহলঃ ১১২)

এছাড়া কারও বংশ সূত্রে অপবাদ দেয়া, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা ছোট কুফর। রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমার উম্মাহর মাঝে দুই ধরনের লোক কুফরীতে লিপ্ত। (ক) যারা বংশ সূত্রে অপবাদ দেয় এবং (খ) মৃতের জন্য উচ্চ স্বরে বিলাপ করে।"

এবং কোন মুসলিমকে হত্যা করা। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকি এবং হত্যা করা কুফরী।"

পরিচ্ছেদ

নিফাকের প্রকারভেদঃ

নিফাক দুই প্রকার। বড়, ছোটঃ

নিফাকঃ অনন্তরে যা আছে তার বিপরীত প্রকাশ করা কিংবা কোন জিনিস প্রকাশ করা অথচ তার বিপরীত জিনিস গোপন করা।

শর'য়ী পরিভাষায়ঃ ঈমানকে প্রকাশ ও কুফরীকে গোপন করাকে নিফাক বলা।

নিফাকে আকবার (বড়ঃ) এ অপরাধীকে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষেপ করা হবে, এর অনেক প্রকার আছে তন্মধ্যে দুটি হলোঃ বিশ্বাসগত ও কর্মগত। যার নিভুর্রযোগ্যতা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিতঃ

বিশ্বাসগতঃ

১ - রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে অথবা তাঁর আনীত বিধানের কোন কিছুকে অস্বীকার করা।

২ ু রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে অথবা তাঁর আনীত বিধানের কোন কিছুকে ঘৃণা করা।

৩ - দ্বীনের ক্ষতিতে আনন্দিত ও দ্বীনের বিজয়ে অসনত্মষ্ট হওয়া।

৪ - রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রদত্ত সংবাদের প্রতি বিশ্বাস না থাকা, যা বিশ্বাস করা আবশ্যক।

৫ - রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদত্ত নির্দেশের প্রতি বিশ্বাস না থাকা, যার অনুসরণ করা বাধ্যতা মূলক।

কর্মগতঃ

৬ - রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কষ্ট দেয়া, দূর্নাম ও কটাক্ষ করা।

৭ - কাফিরদের পক্ষ নেয়া ও মুসলিমদের বিরম্নদ্ধে সাহায্য করা।

৮ - আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে উপহাস করা বা অস্বীকার করা।

৯ - আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বিধান থেকে বিমুখ হওয়া।

নিফাকে আসগার (ছোট) মূলত পাঁচ প্রকারঃ যা রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বাণী থেকে প্রমাণিত; তিনি বলেন, "মুনাফিকের আলামত তিনটি, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, এবং আমানত রাখলে খিয়ানত করে।" অন্য বর্ণনায় এসেছে, "যখন ঝগড়া করে অশস্নীল গালি-গালাজ করে এবং চুক্তি করলে বিশ্বাস ঘাতকতা করে।"

নিফাকে আকবার ও আসগর -এর পার্থক্যঃ

১ - নিফাকে আকবার মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়, কিনত্মু নিফাকে আসগর মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না।

২ - নিফাকে আকবার কোন মুমিন থেকে প্রকাশিত হয় না, কিনত্মু নিফাকে আসগর কেবল মুমিনদের থেকে প্রকাশিত হয়।

নিফাকে আকবারকারীর জন্য মুনাফিক আখ্যায়িত করা বৈধ, কিনত্মু কেউ নিফাকে আসগরের কোন একটি করলে তাকে সরাসরি মুনাফিক বলা যাবে না, তবে এটা বলা যাবে যে তার মাঝে নিফাকের আলামত রয়েছে।

ঈমানের ভিত্তিসমূহ

প্রথম; আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা। যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

দ্বিতীয়; ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান,

আর তা হলো এই দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, ফেরেশতাগণ আছেন, তাঁরা নূরের তৈরী, তাঁরা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা, সর্বদা আল্লাহর যিকিরে ব্যসত্ম, কখনো তা থেকে বিরত থাকেন না। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের যা নির্দেশ করেন তাই পালন করেন, তারা কখনো আল্লাহর অবাধ্য হন না। কিনত্মু তারা মানুষের মত পানাহার, ঘুম ও বিবাহ-শাদী থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা তাঁরা সদা-সর্বদা পালন করে থাকেন।

সামগ্রিক অর্থেঃ ফেরেশতাগণ আল্লাহর বান্দা, যারা নূর হতে সৃষ্ট, যারা কখনো তাঁর অবাধ্য ও তাঁর আনুগত্যে অবাধ্য হন না।

বিসত্মারিত অর্থেঃ কুরআন ও সুন্নাহতে তাদের ব্যাপারে বিসত্মারিত যা বর্ণনা এসেছে তার প্রতি বিশ্বাস করা। যেমন, তাদের কারো নাম ও কর্ম; জিবরীল, মিকাইল, ইস্রাফিল, আরশ বহণকারী ফেরশতা, মৃত্যুর ফেরেশতা, জাহান্নামের পাহারাদার ফেরেশতা।

তৃতীয়ঃ আসমানী গ্রন্থ সমূহ,

ওই সকল কিতাব যা আল্লাহ তাঁর রসূলদের ওপর নাযিল করেছেন।

সামগ্রিক অর্থেঃ রসূলগণের ('আলাইহিমুস সালাম) প্রতি আল্লাহর অবতীর্ণ করা সকল কিতাবের প্রতি ঈমান আনা; যেগুলো কিতাবে (কুরআনে) উল্লেখ হয়েছে এবং যেগুলো উল্লেখ করা হয়নি।

বিসত্মারিত অর্থেঃ কুরআনে ও সুন্নাহতে যে সকল কিতাবের আলোচনা এসেছে সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। যেমন; কুরআন, ইঞ্জিল, তাওরাত, যাবুর, মুসা ('আলাইহিস সালাম) ও ইব্রাহীম ('আলাইহিস সালাম) -এর সহিফা সমূহ।

এ সকল কিতাব সমূহের প্রতি বিসত্মারিত ভাবে ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব।

চতুর্থঃ নবী ও রসূলগণের প্রতি ঈমান,

আর তা হলো দৃঢ় বিশ্বাস ও স্বীকৃতি যে, আল্লাহ তাঁর দূতদের সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

সামগ্রিক অর্থেঃ সামগ্রিক ভাবে সকল নবী ও রসূল ('আলাইহিমুস সালাম) -গণের যাদের আল্লাহ তা'য়ালা প্রেরণ করেছেন তাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

বিসত্মারিত অর্থেঃ কুরআন ও সহীহ হাদিসে বর্ণিত সকল নবী ও রসূল (‘আলাইহিমুস সালাম) যাদের নাম ও দাওয়াতের যে বিবরণ এসেছে তার সবকিছুর ওপর ঈমান আনা আবশ্যক।

পঞ্চমঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান,

আর তা হচ্ছে মৃত্যুর পর সমসত্ম সৃষ্টির হিসাবের জন্য পুনরম্নত্থান।

সামগ্রিক অর্থেঃ পুনরম্নত্থানের প্রতি ঈমান এবং কিয়ামতের দিন যে সকল ঘটনা ও ভীতিকর পরিস্থিতির বর্ণনা এসেছে, তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

বিসত্মারিত অর্থেঃ মৃত্যুর পর পুনরম্নত্থান, সূর্য সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়া, আল্লাহর সামনে হিসাবের জন্য দাঁড়ানো, আমলনামা, মিযান, পুলসিরাত এবং অন্যান্য বিষয় যা কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে এসবের প্রতি ঈমান আনা আর জান্নাত জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। অনুরূপ ভাবে কবর এবং তার নিয়ামতসমূহ, কেননা তা কিয়ামতের প্রথম ধাপ যা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত।

উসমান (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “কবর কিয়ামতের প্রথম ধাপ।” (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ; সনদ হাসান)

ষষ্ঠঃ তাক্বদীরের ভাল মন্দের প্রতি ঈমান,

আর এটা স্বীকার করা যে, আল্লাহ তা’য়ালা সব কিছু জানেন এবং সবার ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সব কিছুই তার ইচ্ছার আওতাধীন। আর তিনি সব কিছুর স্রষ্টা। যে ভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি চাইলে কোন কিছু হয়, না চাইলে কিছুই হয় না। সকলের ক্ষমতা তারই হাতে। তার ন্যায়পরায়নতার সাথেই তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, আর তার বিধান ও সিদ্ধানত্মকে পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন এবং তাদের কর্ম, রিযিক, জীবন ও মরণ নির্ধারণ করেন।

ইসলামের আরকান (ভিত্তি) সমূহ

ইসলামের আরকান পাঁচটি। যথাঃ

১। সাক্ষ্য দেয়া আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল।

২। সলাত কায়েম করা।

৩। যাকাত প্রদান করা।

৪। রমযানের সিয়াম পালন করা এবং

৫। সক্ষম ব্যক্তির জন্য বাইতুল্লাহর হজ্জ করা।

বিদআত

শাব্দিক অর্থেঃ নতুন ও পূর্বে যার দৃষ্টানত্ম নেই এমন বিষয়।

আবুল বাকা আল কুফী বলেন, (বিদআত) প্রত্যেক ওই সকল কাজ, যার পূর্ববর্তী কোন দৃষ্টানত্ম নেই।

আল্লাহ তা’য়ালার বাণী: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا

“আমার যমীনের উদ্ভাবন কারী............।”

(আল-বাক্বারাঃ ১১৭, আল-আনআমঃ ১০১)

শর’য়ী পরিভাষায়ঃ ইমাম শাত্বেবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “বিদআত শরি’য়াহর অনুরূপ দ্বীনে উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতি। শর’য়ী পদ্ধতির মতো যেটার অনুসরণ করা হয়।”

সংজ্ঞার বিশেস্নষণঃ দ্বীনে নতুন পদ্ধতিঃ “অর্থাৎ দ্বীনের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী বহির্ভূত, নব্য উদ্ভাবিত, নতুন ভাবে তৈরীকৃত।”

শরি’য়াহর অনুরূপঃ অর্থাৎ শর’য়ী বিধান বা পদ্ধতির মতো।

শর’য়ী পদ্ধতির মতো যেটার অনুসরণ করা হয়, অর্থাৎ শরি’য়াহর বিধান অনুসরণকারী; যেমন, এই আমলের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য চায় আবার ওই আমলের মাধ্যমেও আল্লাহর নৈকট্য তালাশ করে।

আর বিদআত হলো দ্বীনে নব্য আবিষ্কার, যা মুমিনদের পথ থেকে বিচ্যূত। আল্লাহ বলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ

“আর এ পথই আমার সরল পথ; এ পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এ পথ ছাড়া অন্যান্য কোন পথের অনুসরণ করে চলবে না, চললে, তা তোমাদেরকে তাঁর পথ

থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে, আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সতর্ক হও।” (আল-আনয়ামঃ ১৫৩)

সুতরাং সিরাতুল মুসত্মাকিম আল্লাহর পথ, যার দিকে তিনি আহবান করেছেন এবং তা আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর পথ। আর “বিভিন্ন পথ” হল সিরাতুল মুসত্মাকিমের পথে বাধা সৃষ্টিকারী, মতভেদ সৃষ্টিকারীদের পথ।

আর তারাই হল বিদআতি দল।

বিভিন্ন পথ দ্বারা পাপ কাজের পথকে উদ্দেশ্য নয়। কেননা পাপের পথ সুস্পষ্ট, তা কখনো শরি'য়াহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আর এটা শুধুমাত্র বিদআতের জন্যই খাস। যার প্রমান, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,ব রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সামনে একটি রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি বলেন, “এটা আল্লাহর রাসত্মা, অতঃপর এর ডানে বামে অনেক রেখা টানলেন এবং বললেন, এই বিভিন্ন পথে রয়েছে শয়তান, যারা ওই পথের দিকে আহবান করছে।” অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন (“নিশ্চয়ই এটা আমার পথ। তোমরা এর অনুসরণ করো।”)।   (আহমাদ, নাসায়ী, দারেমী, সনদ হাসান)

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “তোমরা বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না”। তিনি বলেন, তা হলো বিদআত এবং সংশয় সমূহ

আয়শা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “যে আমাদের শরি'য়াহতে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে যা আমাদের শরি'য়াহর নয়, তবে তা পরিত্যাজ্য।”

অন্য বর্ণনায় এসেছে, “কোন ব্যক্তি এমন আমল করল, যার ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তবে তা পরিত্যাজ্য।”

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের মাঝে খুতবা দিচ্ছিলেন... খুতবায় বলেন, “সবচে’ নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নতুন আবিষ্কার; বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআত ভ্রানিত্ম।” আর নাসায়ীতে সহীহ সনদে এসেছে, “আর প্রত্যেক ভ্রানিত্মর পরিণতি জাহান্নাম।”

ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, “সুন্নাহর ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা (বিদআত, নতুন বিষয়ে গবেষণা) ইজতিহাদ করা থেকে উত্তম।”

পরিচ্ছেদ

বিদআত তার সমৃদ্ধ বিষয়ের দিক থেকে তিন প্রকার।

প্রথমঃ বিশ্বাসগত বিদআতঃ যেমন, আল্লাহ তায়ালার গুনাবলীকে অস্বীকার করা অথবা বিকৃত করা বা কাদরিয়া (ভাগ্যকে অস্বীকারকারী) ও জাবরিয়া (সব কিছু ভাগ্যের নিয়ন্ত্রনে, এক্ষেত্রে মানুষ নিরপরাধ) ইত্যাদি বিশ্বাস।

দ্বিতীয়ঃ কর্মগত বিদআতঃ যেমন, শবে বরাতে রাত্রি জাগরণ করা।

তৃতীয়ঃ পরিত্যাগ করার বিদাআতঃ যেমন, সফর মাসে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা।

পরিচ্ছেদ

হুকুমের দিক থেকে বিদআত দুই প্রকারঃ

কুফরী বিদআতঃ যেমন-রাফেযী ও জাহমিয়াদের বিদআত।

ফাসেকী বিদয়াতঃ ওই সকল বিদআত, যা কুফরের সীমায় পৌঁছায় না।

সকল প্রকারের বিদআত হারাম, আর ইসলামে বিদআতে হাসানাহ নেই। বরং বিদআতের সকল প্রকারই বিভ্রানিত্ম, যেমন রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন।

পরিচ্ছেদ

বিদআত সম্পৃক্ততা ও মৌলিকতার দিক থেকে দুই প্রকারঃ

মৌলিক বিদআতঃ শরি’য়াহতে যার কোন ভিত্তি নেই এবং এর দিকে তা’বিলকৃত কোন দলিল বা দলিলসদৃশ সামগ্রিক ও বিসত্মৃতভাবে কোন দলীল নেই। যেমন, ঈদে মিলাদুন্নবী। এটা এমন এক বিদআত, যার স্বপক্ষে সামগ্রিক ও বিসত্মৃত কোন দলিল নেই। যা কিছু করা হয়, তার সবকিছু বিদআত ।

সম্পৃক্ত বিদআতঃ এটা এমন বিদআত, যার মূল ইসলামে আছে কিন্তু তাতে অন্যান্য দিক থেকে কিছু অনুপ্রবেশ করেছে।

শর’য়ী বিষয়ে অনুপ্রবেশ ছয় দিক থেকে হয়ঃ

অবস্থাগতঃ যেমন সমবেত কণ্ঠে যিকির করা অথবা যিকিরের সময়ে মাথা বা শরীর দোলানো। সুতরাং যিকির করা মৌলিক ভাবে বৈধ কিন্তু তার পদ্ধতির কারনে বিদআত হয়েছে।

কারণগতঃ বৃষ্টির সময়ে সলাত র্নিদিষ্ট করা।

জাতিগতঃ যেমন কুরবানীর জন্য চতুষ্পদ জন্তু (উট, গরু, ছাগল.....) হালাল করা হয়েছে কিন্তু যদি কেউ মুরগী, হরিণ কূরবানী করে তবে সে শরি'য়াহ কর্তৃক নির্ধারিত জাতির ক্ষেত্রে সীমালঙ্গন করবে।

সংখ্যা অথবা নির্ধারণগতঃ যেমন নির্দিষ্ট যিকিরকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় নির্ধারণ করা, শরি'য়াহ যা নির্ধারণ করেনি।

সময়গতঃ যেমন- কারো জুমআর রাতকে ইবাদতের জন্য এবং দিনকে সিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করা।

স্থানগতঃ গুহা বা পরিত্যাক্ত স্থানে ই'তিকাফ করা।

আর আল্লাহ সবচে' ভালো জানেন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين